দশম খণ্ড

যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার।

২১।১ শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

ভূমিকা।

ভগবৎকৃপায় আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। প্রকাশকের পরিবর্ত্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদ্গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, উপনিষৎপাঠে অনুরাগ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না। ইহার পর আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বল্লী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিন্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযত্ন-বিশেষ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ-প্রধান; সুতরাং তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করা আবশ্যক; উপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ন্যায় উপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অনুবাক হইতে অধিলোকাদি-ভেদে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক-ভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া-ছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দী-ভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী।
শুভ আষাঢ়—১৩৩২।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিষয়-সূচী।

শীক্ষাবল্লী।

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

ভৃগুবল্লী।

বর্ণক্রমানুসারে মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

বিশিষ্ট আনন্দময় এতাত্মা যখন প্রত্যক্ষতই অনুভবগোচর, তখন তদ্বিষয়ে ব্রহ্ম নাই বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য—'কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইয়া পড়ে; [কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা।]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের দেহ, প্রতিষ্ঠারূপে পৃথক্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে। ৩

উপাসনা ও কর্ম্মের ফল স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময়। সেই আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী; কেন না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলা হইয়াছে; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত। কেন না, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ভোক্তা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী, অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই বিদ্যা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও ইহার (আনন্দময়ের) অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়-মোদাদি বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৪

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় (আনন্দ বিশেষ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়, কেন না, [আনন্দের মধ্যে] উহাই প্রথম। প্রিয় বস্তু লাভে যে, হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [তাহা তাহার দক্ষিণ পক্ষ]। উক্ত হর্ষই যখন [প্রিয়বস্তুর উপভোগ দ্বারা] উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, তাহাই উহার] উত্তর পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ সুখমাত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা, কেন না, উহা সমস্ত সুখেই অনুস্যূত (নিয়ত সম্বন্ধ) রহিয়াছে। আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎপন্ন উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, ব্যবহারক্ষেত্রে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ

বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদক ; সেই কর্ম্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক ; এই কারণে তদনুগত সুখও ক্ষণিক (অনিত্য)। তমোগুণের নিবারক তপস্যা, বিদ্যা (উপাসনা), ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই রসই অপরকে আনন্দিত করে ; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইতি৭ এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রশমনের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা হইবে (১)। ৫

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর (শ্রেষ্ঠ), যে ব্রহ্ম ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' লক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটী কোষ উল্লিখিত হইয়াছে ; যাহা সেই পঞ্চ কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ দুর্বিজ্ঞেয়, এবং যাহা দ্বারা সেই কোশ সমূহ আত্মবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পুচ্ছ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের অবসানস্থান। যেখানে আর দ্বৈত সম্বন্ধ নাই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা। কেন না, আনন্দময় আত্মাও ঐ স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা কল্পিত সমস্ত দ্বৈত জগতের অবসান স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। সে বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে—॥ ॥ ৩১ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

(তাৎপর্য্য— এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকে "তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনন্দে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের একটীমাত্র আনন্দ অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যাহারা গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক। এই প্রকার মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ অপেক্ষা দেবগন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণ অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ,— উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ। সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥৩৩॥

সরলার্থঃ—চেৎ (যদি) [কশ্চিৎ] ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমানম্ আকাশকুসুমতুল্যং) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ) ভবতি, [আত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অস্তি (সৎ—বিদ্যমানম্) ইতি বেদ, ততঃ এনং (সদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মসত্ত্ববেদিনং) সন্তং (বিদ্যমানং সত্যরূপিণং) বিদুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি। সঃ (আনন্দময়ঃ), এষঃ এব তস্য পূর্ব্বস্য (বিজ্ঞানময়স্য), শারীরঃ (শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ) আত্মা। অতঃ (যস্মাদেবং, তস্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্) অনু (আচার্য্যোক্ত্যনন্তরম্) প্রশ্নাঃ (বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ ভবন্তি)—কশ্চন (কশ্চিৎ) অবিদ্বান্ (অনাত্মজ্ঞঃ) উত (অপি) প্রেত্য (মৃত্বা) অমুং লোকং (পরমাত্মানং) গচ্ছতী (গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা প্লুতিঃ) [অথবা ন গচ্ছতি?]; আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ উত (প্রশ্নে) প্রেত্য অমুং লোকং (পরমাত্মানং) সমশ্নুতা (সমশ্নুতে ভুঙ্ক্তে)? [অথবা ন?]।

[এতদুত্তরার্থমুপক্রমতে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ]। সঃ (পরমাত্মা)

অকাময়ত (ঐচ্ছৎ), [অহং] বহু (প্রভূতং) স্যাম্ (ভবেয়ম্), প্রজায়েয় (উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং) অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং) কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (পূর্ব্বোক্তরূপম্ আলোচ্য ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)। [কিং তৎ ?] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি), তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্ট্বা, তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)। তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং আকৃতি বিশিষ্টং) চ, ত্যং (অমূর্ত্তং আকৃতিরহিতং) চ, নিরুক্তং (দেশ-কালাদিবিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি উক্তং) চ, অনিরুক্তং (তদ্বিপরীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ বিজ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং (অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং) চ অনৃতং (অসত্যং) চ [কিং বহুনা,] যৎ ইদং কিঞ্চ, তৎ সর্ব্বং] [যস্মাৎ] সত্যং (সত্যাখ্যং ব্রহ্ম) অভবৎ, [তস্মাৎ] তৎ (ব্রহ্ম) সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ১॥৩৩॥

মূলানুবাদ। যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন) হয় ; [কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে, আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দময় কোশই পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়ের' শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর, আচার্য্য-প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।— অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ? কিংবা প্রাপ্ত হয় না ? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ করে ? কিংবা করে না ? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ ভূমিকা করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন— আমি বহু অনেক প্রকার হইব, এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

পর, তিনি তপস্যা করিলেন ; (তপস্যা অর্থ ই জ্ঞান বা চিন্তা।) তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি পরিচ্ছন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে ॥১॥৬৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অসন্নেব অসৎসম এব ; যথা অসন্ অপুরুষার্থসম্বন্ধী, এবং স ভবতি অপুরুষার্থসম্বন্ধী। কোঽসৌ ? যঃ অসৎ অবিদ্যমানং ব্রহ্ম ইতি বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদ্বিপর্য্যয়েণ যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। কুতঃ পুনরাশঙ্কা তন্নাস্তিত্বে ? ব্যবহারাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি ব্রূমঃ। ব্যবহারবিষয়ে হি বাচারম্ভণমাত্রে অস্তিত্বভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্যতে। যথা 'ঘটাদির্ব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন, তদ্বিপরীতঃ অসন' ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎসামান্যাদিহাপি স্যাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা। তস্মাদুচ্যতে—অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদেতি।

কিং পুনঃ স্যাৎ তদস্তীতি বিজানতঃ ? তদাহ—সন্তং বিদ্যমানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পরমার্থসদাত্মাপন্নম্ এনম্ এবংবিদং বিদুঃ ব্রহ্মবিদঃ। ততঃ তস্মাদস্তিত্ববেদনাৎ সঃ অন্যেষাং ব্রহ্মবদ্বিজ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা যো নাস্তি ব্রহ্মেতি মন্যতে, স সর্ব্বস্যৈব সন্মার্গস্য বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্য নাস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে ; ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বাত্তস্য। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তদ্বিপরীতঃ সন্ যঃ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, স তদ্‌ব্রহ্মপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-

লক্ষণং শ্রদ্দধানতয়া যথাবৎ প্রতিপদ্যতে যস্মাৎ, ততঃ তস্মাৎ সন্তং সাধুমার্গস্থম্ এনং বিদুঃ সাধবঃ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি বাক্যার্থঃ।২

তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা। কোঽসৌ? য এষ আনন্দময়ঃ। তং প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঢ-সর্ব্ববিশেষত্বাত্তু ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা যুক্তা; সর্ব্বসামান্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ। যস্মাদেবম্, অতঃ তস্মাৎ অথ অস্য উত্তরং শ্রোতুঃ শিষ্যস্য অনুপ্রশ্নাঃ আচার্য্যোক্তিম্ অনু এতে প্রশ্নাঃ। সামান্যং হি ব্রহ্ম আকাশাদিকারণত্বাৎ বিদুষঃ অবিদুষশ্চ। অতঃ অবিদুষোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে—উত অপি অবিদ্বান্ অমুং লোকং পরমাত্মানম্ ইতঃ প্রেত্য কশ্চন, চনশব্দঃ অপ্যর্থে, অবিদ্বানপি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি? কিংবা ন গচ্ছতি? ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ প্রশ্নৌ—যদ্যবিদ্বান্ সামান্যং কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিদুষোঽপি ব্রহ্মাগমনমাশঙ্ক্যতে; অতস্তং প্রতি প্রশ্নঃ—আহো বিদ্বানিতি। উকারং চ বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ব্বস্মাৎ উত শব্দাদ্ব্যাসজ্য 'আহো' ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বম্ উতশব্দং সংযোজ্য পৃচ্ছতি—উতাহো বিদ্বানিতি।৩

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সমশ্নুতে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যলোপে চ কৃতে, অকারস্য প্লুতিঃ—সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমশ্নুতে অমুং লোকম্; কিংবা, যথা অবিদ্বান্, এবং বিদ্বানপি ন সমশ্নুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ। দ্বাবেব বা প্রশ্নৌ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ৌ; বহুবচনং তু সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরাপেক্ষয়া ঘটতে। 'অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি নাস্তীতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ। ব্রহ্মণোঽপক্ষপাতিত্বাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষ ইব বিদুষোঽপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুতে ইতি তৃতীয়োঽনুপ্রশ্নঃ।৪

এতেষাং প্রতিবচনার্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাবদুচ্যতে। যচ্চোক্তং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি ইদমুচ্যতে। সত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। উক্তং হি সদেব সত্যমিতি; তস্মাৎ সত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অস্য গ্রন্থস্য? শব্দানুগমাৎ। অনেনৈব হ্যর্থেনান্বিতানি উত্তরবাক্যানি 'তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে'' ''যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'' ইত্যাদীনি।৫

তত্র অসদেব ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতে। কস্মাৎ? যদস্তি, তদ্বিশেষতো

গৃহ্যতে; যথা ঘটাদি। যন্নাস্তি, তন্নোপলভ্যতে; যথা শশবিষাণাদি। তথা নোপলভ্যতে ব্রহ্ম, তস্মাদ্বিশেষতোঽগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন; আকাশাদিকারণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, ন নাস্তি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? আকাশাদি হি সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহ্যতে; যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে; যথা ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি; তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্। অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যম্, নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত; উপলভ্যতে তু; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবম্; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। তত্র "কথমসতঃ সজ্জায়েত"ইতিশ্রুত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমন্বাচষ্টে ন্যায়তঃ। তস্মাৎ সদেব ব্রহ্মেতি যুক্তম্।৬

তদ্ যদি মৃদ্বীজাদিবৎ কারণং স্যাৎ, অচেতনং তর্হি। ন; কাময়িতৃত্বাৎ। নহি কাময়িতৃ অচেতনমস্তি লোকে। সর্ব্বজ্ঞং হি ব্রহ্মেত্যবোচাম; অতঃ কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ। কাময়িতৃত্বাদস্মদাদিবদনাপ্তকামমিতি চেৎ; ন, স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য কামা দোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাত্মভূতত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে, তেষান্তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ; অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। যথা অন্যেষামনাত্মভূতা ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকারণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ। কিং তর্হি? স্বাত্মনোঽনন্যাঃ। তদেতদাহ— সোঽকাময়ত।৭

স আত্মা, যস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্। কথমেকস্যার্থান্তরাননুপ্রবেশে বহুত্বং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রজায়েয় উৎপদ্যেয়। নহি পুত্রোৎপত্ত্যেবার্থান্তরবিষয়ং বহুভবনম্। কথং তর্হি? আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্ত্যা। যদা আত্মস্থেঽনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঽপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে। তদেতন্নামরূপব্যাকরণং ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্যথা নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরুপপদ্যতে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্যাল্পত্বং বহুত্বঞ্চ বস্ত্বন্তরকৃতমেব। অতঃ তদ্দ্বারেণৈবাত্মা বহু ভবতি। নহি আত্মনোঽন্যদনাত্মভূতং তৎপ্রবিভক্তদেশকালং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা বস্তু বিদ্যতে। অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈবাত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে

তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্তু এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপাধিভ্যাং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশব্দার্থাদি-সর্ব্বসংব্যবহারভাগ্ ব্রহ্ম ।৮

স আত্মা এবংকামঃ সন্ তপোঽতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব তপসঃ। তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়ামালোচনামকরো-দাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচ্য তপস্তপ্ত্বা প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ যথানুভবং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈরনুভূয়মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যদিদং • কিঞ্চ-যৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্, তদিদং জগৎ সৃষ্ট্বা কিমকরোদিতি? উচ্যতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অনু-প্রাবিশদিতি।৯

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্ – কথমনুপ্রাবিশদিতি। কিম্, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনানু-প্রাবিশৎ? উত অন্যেনেতি? কিংতাবদ্ যুক্তম্? ক্ত্বাপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা, স এবানুপ্রাবিশদিতি। ননু ন যুক্তং মৃদ্বচ্চেৎ কারণং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোঽপ্রবিষ্টস্যেব কার্য্যোৎ পত্তেরূর্দ্ধ্বং পৃথক্কারণস্য পুনঃ প্রবেশোঽনুপপন্নঃ। ন হি ঘটপরিণামব্যতিরে-কেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোঽস্তি। যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা মৃদোঽনুপ্রবেশঃ, এবমনেনাত্মনা নামরূপকার্য্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ; শ্রুত্যন্তরাচ্চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি নৈবং যুক্তম্, একত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। মৃদাত্মনস্তু অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যুক্তো ঘটে মৃদশ্চূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, মৃদশ্চূর্ণস্য অপ্রবিষ্ট-দেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ প্রবেশ উপপদ্যতে। কথং তর্হি প্রবেশঃ স্যাৎ? যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ-"তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি।১০

সাবয়বমেবাস্তু তর্হি; সাবয়বত্বাৎ মুখে হস্তপ্রবেশবৎ নামরূপকার্য্যে জীবাত্ম-নানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চেৎ, ন; অশূন্যদেশত্বাৎ। নহি কার্য্যাত্মনা পরিণতস্য নামরূপকার্য্যদেশব্যতিরেকেণাত্মশূন্যঃ প্রদেশোঽস্তি, যঃ প্রবিশেজ্জীবাত্মনা। কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহ্যাৎ, যথা ঘটো মৃৎপ্রবেশে ঘটত্বং জহাতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ শ্রুতেন কারণানুপ্রবেশো যুক্তঃ কার্য্যান্তরমেব স্যাদিতি চেৎ – তদেবানুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মরূপং কার্য্যং নামরূপ পরিণতং কার্য্যান্তরমেবাপদ্যত ইতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটান্তরমা-পদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। জীবস্য নামরূপকার্য্যব্যতিরেকানুবাদিন্যা

মুক্তয়ো বিরুধ্যেরন্; তদাপত্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ। নহি যতো মুচ্যমানঃ, তদেবাপদ্যতে; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্বদ্ধস্য তস্করাদেঃ।১০

বাহ্যান্তর্ভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম শরীরাদ্যাধারত্বেন তদনুজীবাত্মনা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ; বহিষ্ঠস্য প্রবেশোপপত্তেঃ। নহি যো যদাত্মকঃ, স এব তৎপ্রবিষ্ট উচ্যতে। বহিষ্ঠস্যানুপ্রবেশঃ স্যাৎ, প্রবেশশব্দার্থস্যৈবং দৃষ্টত্বাৎ—যথা গৃহং কৃত্বা প্রাবিশদিতি। জলসূর্য্যকাদি-প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ। পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যান্যস্যান্যত্র প্রসাদস্বভাবকে জলাদৌ সূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ স্যাৎ, ন ত্বাত্মনঃ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতি-বিম্বাধার-বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ। ১১

এবং তর্হি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গত্যন্তরমুপলভামহে, 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোঽতীন্দ্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্। নচাস্মাদ্বাক্যাদ্ যত্নবতামপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। হন্ত তর্হি অনর্থকত্বাদপোহ্যমেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি; অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে চর্চ্চা? প্রকৃতো হ্যন্যো বিবক্ষিতোঽস্য বাক্যস্যার্থোঽস্তি; স স্মর্ত্তব্যঃ—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্; প্রকৃতং চ তৎ। ব্রহ্মস্বরূপানুগমায় চ আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতম্; ব্রহ্মাবগমশ্চারব্ধঃ। তত্র অন্নময়াদাত্মনোঽন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তদন্তর্মনোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ; তত্র চানন্দময়ো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেণ আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্ব্বিকল্পোঽস্যামেব গুহায়ামধিগন্তব্য ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে ॥১২

নহি অন্যত্রোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষত্বাৎ; বিশেষসম্বন্ধো হি উপলব্ধিহেতুর্দৃষ্টঃ—যথা রাহোশ্চন্দ্রার্কবিশেষসম্বন্ধঃ। এবম্ অন্তঃকরণ-গুহাত্মসম্বন্ধো ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সন্নিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণস্য। যথা চ আলোকবিশিষ্ট-ঘটাদ্যুপলব্ধিঃ, এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্মোপলব্ধিঃ স্যাৎ; তস্মাদুপলব্ধিহেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি প্রকৃতমেব। তদ্বৃত্তিস্থানীয়ে ত্বিহ পুনঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং বুদ্ধৌ দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ মন্তৃ বিজ্ঞাত্রিত্যেবং বিশেষবদুপ-

ভ্যতে। স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি তৎকারণং ব্রহ্ম। অতঃ অস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং তৎ। ১৩

তৎ কার্য্যমনুপ্রবিশ্য; কিম্? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ। মূর্ত্তামূর্ত্তে হি অব্যাকৃতে নামরূপে আত্মস্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে। তে আত্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি কৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিরুক্তং নাম নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল-বিশিষ্টতয়া ইদং তদিত্যুক্তম্; অনিরুক্তং তদ্বিপরীতম্; নিরুক্তানিরুক্তে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্যচ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। তথা নিলয়নং চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ং আশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ; অনিলয়নং তদ্বি-পরীতম্ অমূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ। ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মত্বেঽপি ব্যাকৃতবিষয়া-ণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাদ্যনিরুক্তং তদেবানিলয়নঞ্চ। অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্য ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেবৈতানি। বিজ্ঞানং চেতনম্; অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণাদি। ১৪

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ; ন পরমার্থসত্যম্; একমেব হি পরমার্থ-সত্যং ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যমুচ্যতে। অনৃতং চ তদ্বিপরীতম। কিং পুনঃ? এতৎ সর্ব্ব-মভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম, কিং পুনস্তৎ? ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতত্বাৎ। ১৫

যস্মাৎ সৎ ত্যদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তধর্ম্মজাতং যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকারজাতম্ একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপ বিকারস্য, তস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। ১৬

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নঃ প্রকৃতঃ, তস্য প্রতিবচনবিষয়ে এতদুক্তম্ "আত্মাকাময়ত বহু স্যাম্" ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্য্যং সত্যানৃতাদিলক্ষণং সৃষ্ট্বা তদনু-প্রবিশ্য, পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্ বহুরভবৎ, তস্মাত্তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যস্থং পরমে ব্যোমন্ হৃদয়গুহায়াং নিহিতং তৎপ্রত্যয়াবভাসবিশেষেণোপলভ্য-মানমস্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে ব্রাহ্মণোক্তে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পূর্ব্বেষ্বন্নময়াদ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি এবং সর্ব্বান্তর-তমাত্মাস্তিত্বপ্রকাশকোঽপি মন্ত্রঃ কার্য্যদ্বারেণ ভবতি ॥১।১৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই লোক] অসৎ—অব্যক্তই পূর্ব্বে, অসৎ

মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর—যাহা সর্ব্ববিধ বিকার বা সর্ব্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি 'অস্তি' (সৎ) বলিয়া জানে—। ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা বলি, ব্রহ্মের ব্যবহারাতীতত্বই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যারব্ধ বিকার-বস্তুকেই 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া জানে; তাদৃশ সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্ব্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ যতক্ষণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততক্ষণই 'সৎ' রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থায় (ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায়) অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সামান্যানুসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' বলা হইতেছে।১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানের ফলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের ন্যায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সৎপথেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক 'ব্রহ্ম অস্তি' (সৎ) এইরূপ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় সৎ-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ 'সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে।২

ইহাই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কে? না, যাহা এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বিধায় তাঁহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শঙ্কা যুক্তিযুক্তই

নহে। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া শ্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর কারণবিধায় বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি [প্রথম প্রশ্নে] আশঙ্কিত হইতেছে, 'কোন অবিদ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' পদে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই দুইটী কথায় চারিটী প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না। বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [প্রশ্নের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্ব্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্বান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্বান' ইতি। পূর্ব্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্ত্তী 'উ' এই দুইটী অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের অগ্রে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্বান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও আত্মলোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের ফলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জানে' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্বান্ লোকও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আর একটী প্রশ্ন হইল বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্ত্তী

গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই বলা হইতেছে। এই যে আপত্তি করা হইয়াছিল—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে—তাহার 'সত্ত্ব'-(অস্তিত্ব) কথন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য; সুতরাং ব্রহ্মের 'সত্ত্ব' নির্দ্ধারণেই সত্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে? [উত্তর,] ঐরূপ অর্থানুগত শব্দ হইতেই উহা [বুঝা যায়]। দেখ, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন' ইত্যাদি। ৫

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। কারণ? [কারণ এই যে] যাহা 'অস্তি' [সৎ], তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু। আর যাহা নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না; যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মও উপলব্ধি-গোচর হন না; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ। না, তাহা নহে; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্ব্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না; অতএব] ব্রহ্ম অসৎ নহে। কারণ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জড় পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই (সৎরূপেই) দৃষ্ট হয়; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য। জগতে অসৎ (অবিদ্যমান) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি নাম-রূপময় এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কার্য্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সম্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেরূপে ত কখনও প্রতীত হয় না; অতএব ব্রহ্ম সৎ। বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?' ইত্যাদি অপর শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারাই অসৎ

হইতে সদুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত।৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজের ন্যায় জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পরেন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু তিনি কাময়িতা (কামনা করেন)। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ (চেতন), সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন; না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, তিনি স্বতন্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেরূপ প্রবর্ত্তক হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আত্মভূত; সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দোষ); সেই সমুদয়ের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না; পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াথাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহার কার্য্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকাও ইহার অপর হেতু; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশেষ এবং পুণ্য পাপানুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনান্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিপ্রকার? না ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অনতিরিক্ত); 'সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। ৭

['সঃ অকাময়ত' বাক্যের] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কমনা করিলেন। কি প্রকার? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটী বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় অন্য বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম ও রূপসমূহ অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করাই তাহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত

অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে, নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্তি সাধন, ইহাই ব্রহ্মের বহুভবন অন্য প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের কথনই বহুত্ব বা অল্পত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অল্পত্ব ব বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই বহু হইয়া থাকেন, [স্বরূপতঃ নহে]। কেন না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্মভূত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্ত্তীভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারাই আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কথনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আত্মলাভই করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। 'তপঃ' শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে, কেন না, মন্ত্র শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানময়ং যস্য তপঃ'। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপ্তকাম (পূর্ণকাম), সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার তপস্যা করা সম্ভবও হয় না। 'তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন' অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ৯

---

(১) তাৎপর্য্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদয় বিষয় সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু। কেন না, ফেন তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদয় যেরূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ কখনই ফেন তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন; এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মলাভ করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু।

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্যাঁ, বলা হইতেছে -নিজের সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। ৯

অতঃপর, তিনি যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন? অথবা অন্যরূপে? ইহার মধ্যে কোন একটী যুক্তিসঙ্গত? [উত্তর —] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্ত্তৃকতা-বোধক) 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বা) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না।

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; কেন না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই যখন কারণাত্মক (উপাদান—কারণস্বরূপ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না। কেন না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না। যদি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নাম রূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে (বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্য শ্রুতিও আছে— যথা —'এই জীবাত্মারূপে [পঞ্চভূতের মধ্যে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া' ইত্যাদি।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম (অখণ্ড বস্তু); মৃত্তিকা নিত্য এক নহে—অনেকাত্মক এবং সাবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়; বিশেষতঃ মৃত্তিকাচূর্ণের অপ্রবিষ্ট স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। অতএব তাহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না। ভাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি।

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে সুখে হস্ত-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-সঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্মশূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে। কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে। যেমন ঘট যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কার্য্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপ অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, একটী ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না। অভিপ্রায় এই যে, দুইটী ঘটই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যস্বরূপ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটীতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নামরূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না। কারণ, যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে পারে না। ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং অন্তর্বর্ত্তী আধেয় (আশ্রিত) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। কেন না, যে যাহার অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আবার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যাইতে পারে না।

বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে; কারণ, ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ-শব্দের ঐরূপ অর্থই দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, জলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্ভিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অমূর্ত্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিম্বাধার অপর বস্তু না থাকায় প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই, এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্য কোন পথত দেখা যায় না। শ্রুতিই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অথচ উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এই শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অন্যপ্রকার। অস্থানে এরূপ চর্চ্চার আবশ্যক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত) অন্যপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থই এখানে স্মরণ করিতে হইবে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'গুহানিহিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মানুভূতির কথাও আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে অন্নময় আত্মারও অন্তরস্থ অন্য আত্মা প্রাণময়, তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়, ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অনুমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্দ্ধমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই শ্রুতি-কথিত সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্ব্বিকল্প

নির্বিশেষরূপে এই গুহামধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, এই গূঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্নিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে। ১২

হৃদয়-গুহার অন্যত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অনুভব হয় না বা হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতই নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্ব্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয়; অতএব বিশেষণ-সংবন্ধই নির্ব্বিশেষ পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান; কারণ, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন। যেমন আলোকসংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক-সংযোগে আত্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিগুহায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে)। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি বা ব্যাখ্যাস্থানীয় এই শ্রুতিতে পুনর্ব্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এইরূপে আকাশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ; [কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে।] অতএব নিশ্চয়ই কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে (অসৎরূপে নহে)। ১৩

ভাল, তিনি কার্য্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [করিলেন]? তিনি সৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ অমূর্ত্ত হইলেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা সেই মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থগুলি কস্মিন্‌কালে বা কোন স্থানেও আত্মার সহিত বিযুক্ত নহে; এই অভিপ্রায়েই 'আত্মা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন' বলা হইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত [হইলেন]। নিরুক্ত অর্থ—যাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' (ইহা সেই বস্তু) বলিয়া

নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তাহা)। এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটীও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বিশেষণ। 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; 'নিলয়ন' ও 'অনিলয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ—নীড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম; আর অনিলয়ন অর্থ—নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব, তাহাও অমূর্ত্ত পদার্থেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব। 'ত্যৎ' 'অনিরুক্ত' ও 'অনিলয়ন' এই তিনটী অমূর্ত্তপদার্থের ধর্ম্ম হইলেও, [বুঝিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নামরূপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম্ম; কেন না, উক্ত ধর্ম্মগুলি সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ—চেতন; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষাণ প্রভৃতি। ১৪

'সত্য' অর্থ এখানে ব্যবহারিক সত্য; কেন না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যবহারিক সত্য)। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য; উহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র, যেমন মৃগতৃষ্ণার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত' অর্থ—উক্তপ্রকার সত্যের বিপরীত। আর কি? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটী কে? না, ব্রহ্ম; কারণ, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৫

যেহেতু সৎপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তধর্ম্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন; এবং যেহেতু নামরূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই; সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি। তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্ত্তামূর্ত্তম) আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার

বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীভূত ও কার্য্যপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম ব্যোমপদবাচ্য হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন; এবং তদ্বিষয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন; অতএব তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ—সত্য) বলিয়াই জানিবে। এই ব্রাহ্মণ ভাগে যে বিষয় কথিত হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্ব্বান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাপেক্ষাও অন্তস্থ আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে; কার্য্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১) ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাऽऽনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৩৭॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

---

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার জন্য আরব্ধ; সুতরাং ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রেও তাহা থাকা আবশ্যক। এই জন্য ব্রাহ্মণভাগে কোন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুরূপ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীয় ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত; সুতরাং এতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অনুচিত হয় নাই।

সরলার্থঃ—ইদং (প্রত্যক্ষগোচরঃ জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং), অসৎ (অনভিব্যক্ত নামরূপতয়া অবিদ্যমানকল্পম্ ব্রহ্মস্বরূপম্) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাকৃতং) অজায়ত (উৎপন্নম্)। তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকুরুত (আত্মানমেব সর্ব্বরূপং কৃতবৎ); তস্মাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে [ঋষিভিঃ] ইতি। যৎ তৎ সুকৃতং, সঃ (তৎ সুকৃতং) বৈ (এব) রসঃ (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ)। অয়ং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধা (প্রাপ্য) আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে (গুহারূপে হৃদয়াকাশে নিহিতঃ) এষ (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন স্যাৎ (নৈব ভবেৎ), [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (অপানবায়ুচেষ্টাং কুর্য্যাৎ), কঃ হি এব প্রাণ্যাৎ (প্রাণচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ), [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ, এষঃ (গুহাহিত আত্মা) এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ)। এষঃ (জীবঃ) এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃশ্যে (দর্শনাতীতে) অনাত্ম্যে (অশরীরে) [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্ব্বচনীয়ে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্ব্বপ্রকার-বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অভয়ং (সংসারভয়রহিতং যথা স্যাৎ, তথা) প্রতিষ্ঠাং (আত্মভাবেন স্থিতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ) অভয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি (তদা ভয়হেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ)। [পক্ষান্তরে] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্ (আত্মনি) অরং (অল্পং) উৎ (অপি) অন্তরং (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, অথ (তদ্ভেদদর্শনানন্তরং) তস্য (ভেদদর্শিনঃ) অমন্বানস্য (অবিবেকিনঃ) বিদুষঃ (আত্মভেদং বিজানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম এব তু (পুনঃ) ভয়ং (ভয়কারণং ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়েঽপি) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই সৎ নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে।

হৃদয়াকাশে নিহিত এই আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন লোক অপান ক্রিয়া করিত? কোন লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় (সর্ব্ব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে॥ ১॥ ৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমানুবাদ-ব্যাখ্যা॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপ-বিশেষবিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে; ন পুনরত্যন্তমেবাসৎ। ন হ্যসতঃ সজ্জন্মাস্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ব্যাকৃতং জগৎ; অগ্রে পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ, ব্রহ্ম এবাসচ্ছব্দবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজায়ত উৎপন্নম্। কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্য্যমিতি—পিতুরিব পুত্রঃ? নেত্যাহ। তৎ অসচ্ছব্দবাচ্যং স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ ব্রহ্মৈব সুকৃতং স্বয়ং কর্তৃ উচ্যতে। স্বয়ং কর্তৃ ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে, সর্ব্বকারণত্বাৎ। যস্মাদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনা, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং সুকৃতমুচ্যতে। সর্ব্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃত-শব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধং লোকে। যদি পুণ্যং যদি বান্যৎ, সা প্রসিদ্ধির্নিত্যে চেতন-কারণে সত্যুপপদ্যতে। তস্মাদস্তি ব্রহ্ম সুকৃতপ্রসিদ্ধেরিতি।১

ইতশ্চাস্তি। কুতঃ? রসত্বাৎ। কুতো রসত্বপ্রসিদ্ধির্ব্রহ্মণঃ? ইত্যত আহ—যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ। রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো মধুরাম্লাদিঃ প্রসিদ্ধো লোকে। রসমেব হি অয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি। নাসত আনন্দ-হেতুত্বং দৃষ্টং লোকে। বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ, নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাম্। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দকারণং রসবদ্ ব্রহ্ম।২

ইতশ্চাস্তি; কুতঃ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ। অয়মপি হি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ কার্য্যকরণৈর্নির্বর্ত্ত্যমানা দৃশ্যন্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং নান্তরেণ চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্যত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে ব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যাৎ ন ভবেৎ, কো হ্যেব লোকে অন্যাদপানচেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং বা কুর্য্যাৎ; তস্মাদস্তি তদ্ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকস্য। কুতঃ? এষ হ্যেব পর আত্মা আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্। স এবাত্মানন্দরূপোঽবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ।৩

ভয়াভয়হেতুত্বাদ্বিদ্বদবিদুষোরস্তি তদ্ব্রহ্ম। সদবস্থাশ্রয়ণেন হ্যভয়ং ভবতি; নাসদবস্থাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। কথমভয়হেতুত্বমিতি? উচ্যতে—যদা হ্যেব যস্মাদেষ সাধক এতস্মিন্ ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্বিকারস্য; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যং অবিকার ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নদৃশ্যে অবিকারেঽবিষয়ভূতে, অনাত্ম্যে অশরীরে; যস্মাদদৃশ্যম্, তস্মাদনাত্ম্যং, যস্মাদনাত্ম্যং, তস্মাদনিরুক্তম্; বিশেষো হি নিরুচ্যতে; বিশেষশ্চ বিকারঃ; অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং, তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ। অভয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্মভাবং বিন্দতে লভতে। ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাত্বস্য ভয়হেতোরবিদ্যাকৃতস্যাদর্শনাদভয়ং গতো ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হ্যসৌ যদা ভবতি, তদা নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অন্যস্য হ্যন্যতো ভয়ং ভবতি, নাত্মন এবাত্মনো ভয়ং যুক্তম্; তস্মাদাত্মৈবাত্মনোঽভয়কারণম্। সর্ব্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সৎসু ভয়হেতুষু; তচ্চাযুক্তম্ অসতি ভয়ত্রাণে ব্রহ্মণি। তস্মাৎ তেষামভয়দর্শনাদস্তি তদভয়কারণং ব্রহ্মেতি। ৫

কদা অসৌ অভয়ং গতো ভবতি সাধকঃ? যদা নান্যৎ পশ্যতি, আত্মনি চ অন্তরং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভয়ং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াং হি যস্মাৎ এষঃ অবিদ্যাবান্ অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং বস্তু তৈমিরিকদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ পশ্যতি আত্মনি চৈতস্মিন ব্রহ্মণি, উত অপি,

অয়ং অন্যমপি, অন্তরং ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্; অল্পমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ। অথ তস্মাৎ ভেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তস্য ভেদদর্শিনঃ, আত্মনো ভয়ং ভবতি। তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ। তদেতদাহ— তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদুষঃ - ঈশ্বরোঽহম্ঃ মত্তঃ, অহমন্যঃ সংসারীত্যেবং বিদুষঃ ভেদদৃষ্টমীশ্বরাখ্যং তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তরং কুর্ব্বতঃ ভয়ং ভবতি একত্বেনামন্বানস্য। তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোঽয়ম্ একমভিন্নমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি।৩

. উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাদ্ধি উচ্ছেদ্যাভিমতস্য ভয়ং ভবতি; অনুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-হেতুঃ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদ্যে ন তদ্দর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্। সর্ব্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে। তস্মাৎ জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নূনং তদস্তি ভয়-কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেদ্যাত্মকম্, যতো জগদ্বিভেতীতি। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ' ইতি। এখানে 'অসৎ' পদে বিশেষ বিশেষরূপে নামরূপাভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাই-তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। 'ইদম্' পদের অর্থ—বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাভিব্যক্ত স্থূল জগৎ। অগ্রে - সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাল কথা, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে,পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন — না, পৃথক্ নহে; সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম নিজেই নিজকে (ব্যাকৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু সেই ব্রহ্ম 'সুকৃত' স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা, যেহেতু তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও তিনি কারণ; [পুণ্যের নাম সুকৃত;] সেই কারণে তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্ম্মরাশিই 'সুকৃত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'সুকৃত' পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তদ্ভিন্নই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ১

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কারণে? যেহেতু তিনি রস স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সুকৃত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্দ্ধক মধুর অম্ল প্রভৃতি পদার্থই জগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। জগতে অসৎ পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্বাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্।২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণাদির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন) করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হৃদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে কোন লোক অপান চেষ্টা করিত? কেইবা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, যাহার জন্য এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যে হেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র।৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, জীব সদ্বস্তুর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয় রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ

যে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন না, দর্শনের জন্যই বিকারের [সৃষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, তিনি অনাত্ম্য শরীররহিত; যেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাত্ম্য; যেহেতু অনাত্ম্য, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম তদ্বিপরীত অবিকার; কেননা, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ অন্য পদার্থের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যবোধ) লাভ করেন। শ্রুতির 'অভয়' পদটী 'প্রতিষ্ঠা' ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা 'অভয়াং' এইরূপে লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিদ্যাকৃত নানাস্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু অনুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয় নিবৃত্তির) কারণ। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান সত্ত্বেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই অভয়ের না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐপ্রকার নির্ভয়তাব যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন ? যখন অন্য বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে

অতি অল্পমাত্রও অন্তরমচ্ছিদ্র, অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করে—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন ; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাহি (নিজেই) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্যমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্ট (ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন ; কেন না, সে লোক ঈশ্বরকে এক অভিন্নরূপে চিন্তা করে না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে অপৃথক্) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ব্যবহারক্ষেত্রে] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে। ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ্য (বিনাশযোগ্য) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, জগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নির্ম্মূলতা সাধন অসম্ভব। কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগদ্ব্যাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, যাহা স্বরূপতঃ অনুচ্ছেদ্য, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটী আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ ॥১॥৩৫॥

স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥ ৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৪॥৩৮॥

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ-অর্থ ঃ—বাতঃ (বায়ুঃ) অস্মাৎ (ব্রহ্মণঃ) ভীষা (ভয়েন) পবতে (প্রবহতি) ; সূর্য্যঃ [অস্মাৎ] ভীষা উদেতি। অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমঃ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি (স্বস্বকর্ম্মসু সত্বরো ভবতীত্যর্থঃ)। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ)।

[অস্য ব্রহ্মণঃ] আনন্দস্য এষা (বক্ষ্যমাণপ্রকারা) মীমাংসা (বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ) ভবতি। [তদ্যথা] যুবা (প্রথমবয়স্কঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। [তত্রাপি] সাধু-যুবা (সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবাপি কশ্চিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি)—তথা অধ্যায়কঃ (অধ্যয়নশীলঃ,) আশিষ্ঠঃ (অতিশয়েন আশাস্তা, আশুকারী বা), দৃঢ়িষ্ঠঃ (অতিশয়েন দৃঢ়কায়ঃ), বলিষ্ঠঃ (অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্যাৎ]। তস্য (যথোক্তস্য যূনঃ) [যদি] বিত্তস্য (বিত্তেন ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী স্যাৎ (স যদি সম্রাট্ স্যাদিত্যাশয়ঃ)। [তস্য যঃ আনন্দঃ] সঃ মানুষঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী) একঃ (পূর্ণঃ) আনন্দঃ [ভবতি]। যে তে (যথোক্তাঃ) মানুষাঃ (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাং (যে মনুষ্যাতো গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে)দেবগন্ধর্ব্বানাং (দেবাশ্চ তে গন্ধর্ব্বাশ্চ, তেষা) অকামহতস্য (কামনাবিহীনস্য) শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাং (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব লোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৄণাং, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। চিরলোক-লোকানাং পিতৄণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) আজানজানাং (আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং) দেবানাং অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্ম্মদেবানাম্ দেবানাং—যে কর্ম্মণা (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রাদিনা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি); [তেষাম্] অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। কর্ম্মদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবানাং (ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যাকানাং হবির্ভুজাং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) ইন্দ্রস্য (দেবরাজস্য) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। ইন্দ্রস্য যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্য

শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্রহ্মণঃ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্য চ একঃ আনন্দঃ॥ ১—৪। ৩৫ ২৮॥

মূলানুবাদ।—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; এবং ইহাঁরই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। [ইহা কি? না, মনে কর, কোন লোক যদি] বয়সে যুবা—শুধু যুবা নহে, রোগাদিহীন যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেষ্টা, দৃঢ়-কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত থাকে; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটী আনন্দ। শত গুণিত যে সেই মানুষ আনন্দ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্যগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-গণের এক আনন্দ। আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের (যাহারা মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, তাহাও দেবগন্ধর্ব্বগণের (যাহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) এক আনন্দ। সেই যে, দেবগন্ধর্ব্বগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী লোকবাসা পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই

---

(১) অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। এই কারণে ঐ লোকবাসী পিতৃগণকে চিরলোক লোকানাং বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আবার কর্ম্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটী মাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্কামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে॥ ৮।৫৫ ৩৮।

ইতি অষ্টমানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ — ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্য্যেষ্বায়াসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে; তদ্‌যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশাস্তৃ ব্রহ্ম। যতস্তে ভৃত্যা ইব রাজ্ঞঃ অস্মাদ্‌ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্ত্তন্তে। তচ্চ ভয়কারণমানন্দং ব্রহ্ম। তস্যাস্য ব্রহ্মণ আনন্দস্যৈষা মীমাংসা বিচারণা ভবতি। কিমানন্দস্য মীমাংস্যমিতি? উচ্যতে - কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, আহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ? ইত্যেবমেষা আনন্দস্য মীমাংসা। ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃষ্টঃ। স য এষ নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্মানন্দানুগমার্থম্। অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোঽনুগন্তুং শক্যতে। লৌকিকোঽপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা; অবিদ্যয়া তিরস্ক্রিয়মাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্যমাণায়াং চাবিদ্যায়াং ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ম্মবশাদ্‌যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসম্বন্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেঽনব-স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদ্যতে, স এবাবিদ্যাকামকর্ম্মাপকর্ষেণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদ্যুত্তরোত্তর-

তুমিষু অকামহতবিষয়েচ্ছ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো বিভাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ, যাবদ্বিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণ আনন্দ ইতি। ২

নিরস্তে স্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিদ্যয়া স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক আনন্দোঽদ্বৈতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নাহ—যুবা প্রথমবয়াঃ; সাধুযুবেতি সাধুশ্চাসৌ যুবা চেতি যূনো বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, অতোবিশেষণং যুবা স্যাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ আশাস্তৃতমঃ; দৃঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ; বলিষ্ঠঃ বলবত্তমঃ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী উর্ব্বী সর্ব্বা বিত্তস্য বিত্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্থেন অদৃষ্টার্থেন চ কর্ম্মসাধনেন সম্পন্না পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ। তস্য চ য আনন্দঃ, স একো মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্টঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দো ভবতি। মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাদ্গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাঃ। তে হ্যন্তর্ধানাদিশক্তিসম্পন্নাঃ সূক্ষ্মকার্য্যকরণাঃ; তস্মাৎ প্রতিঘাতাল্পত্বং তেষাং দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ। ততোঽপ্রতিহন্যমানস্য প্রতিকারবতো মনুষ্যগন্ধর্ব্বস্য স্যাচ্চিত্তপ্রসাদঃ। তৎপ্রসাদবিশেষাৎ সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ। এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যাঃ ভূমেরুত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতগুণে-নানন্দোৎকর্ষ উপপদ্যতে। ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহ্যেতে। তে হ্যবিশিষ্টে সর্ব্বত্র। অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে; অতঃ অকামহতগ্রহণং, তদ্বিশেষতঃ শতগুণ-সুখোৎকর্ষোপলব্ধেঃ অকামহতত্বস্য পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ৪

দেবগন্ধর্ব্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৄণাং বিশেষণম্।—চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৄণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি। আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, স্মার্ত্তকর্ম্ম-বিশেষতো দেবস্থানেষু জাতাঃ। কর্ম্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিযন্তি। দেবা ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধবির্ভুজঃ। ইন্দ্রস্তেষাং স্বামী; তস্য চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। প্রজাপতিঃ বিরাট্ ত্রৈলোক্য-শরীরো ব্রহ্মা সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী। ৫

যত্রৈতে আনন্দভেদা একতাং গচ্ছন্তি, ধর্ম্মশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ং যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈষ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়েণ অবৃজিনেন অকামহতেন চ সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। তস্মাদেতানি ত্রীণি সাধনানীত্যবগম্যতে। তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু উৎকৃষ্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্য। অকামহতত্ব-প্রকর্ষ-তশ্চোপলভ্যমানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যস্য পরমানন্দস্য মাত্রা একদেশঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স এষ আনন্দঃ, যস্য মাত্রা সমুদ্রাম্ভস ইব বিপ্রুষঃ প্রবিভক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ,—স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ; আনন্দানন্দিনোশ্চাবিভাগোঽত্র॥ ১—৪॥৩১—৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—বায়ু ইঁহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [স্ব স্ব কার্য্যে] ধাবিত হইতেছেন। [এখানে বায়ু ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, এইজন্য মৃত্যুকে 'পঞ্চম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণাদি কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারাও (বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি ব্যবহারিক আনন্দের ন্যায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত? অথবা স্বাভাবিক? এই প্রকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে 'মীমাংসা' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। ১

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্মা বা বুদ্ধি হয় বিষয়ী, আর বাহ্য বা আন্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ীর সহিত যখন ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়া

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারা যায়; কেন না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিদ্যা ও কাম কর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে পর, সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীবগণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্কাম) বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ২

অবিদ্যাকৃত বিষয়-বিষয়িভাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিদ্যা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অদ্বিতীয় স্বাভাবিক আনন্দ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টী বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক যুবা—প্রথম বয়স্ক, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু যুবা নহে—সাধু যুবা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন যুবা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও আশিষ্ঠ অর্থাৎ শাসন সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসাধন ও কর্ম্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়।

থাকে। যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটী আত্মার বিষয় না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না; কাজেই আমাদের আনন্দ বিষয় বিষয়িভাব-সম্বন্ধসম্ভূত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকিজনের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [বলিয়া গৃহীত হইতে পারে]। মনুষ্যসম্পর্কিত সেই যে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ব আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের।

যাহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা অন্তর্ধান (অদৃশ্য হওয়া) প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের বাধাবিঘ্ন খুবই কম ; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাহাদের যথেষ্ট। সেই কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ চিত্তপ্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা (মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি অবস্থা) অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে। ৩

প্রথমে যে, 'অকামহতস্য' বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা শ্রোত্রিয় (১), তাহারা স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত ; সুতরাং তাহাদের আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব্ব পৃথিবীশ্বর সার্ব্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম নহে। এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্ব্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয় ; এই কারণে প্রথমে 'অকামহত' শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ 'সাধু যুবা' ও 'অধ্যায়ক' শব্দ দ্বারা তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্ব্বত্র ঐ দুইটী ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে, [কিন্তু কামনারহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না ;] এই জন্যই শ্রোত্রিয়কে

---

(১) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড় ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটী কল্পসূত্রের সহিত কিংবা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত।

'অকামহত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য অকামহতত্ব যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থ এখানে 'অকামহত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যের অপরাপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪

যাহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। 'চিরলোক-লোকানাং' (চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অল্পকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। 'আজান' অর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ, যাহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাহারা উপাসনারহিত কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা 'কর্ম্মদেব' নামে অভিহিত। 'দেব' শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী (যজ্ঞভাগ ভোজী) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাঁহাদের অধিপতি; বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মা; তিনি সমস্ত সংসারমণ্ডলব্যাপী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা। নিষ্পাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে শ্রোত্রিয়ত্ব অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব ধর্ম্ম-সমন্বিত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবৃজিন হইতে হয়; সুতরাং এই দুইটী ধর্ম্ম সহচর; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায়ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার 'অন্যান্য ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে'

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট; রুদ্র এগার; আদিত্য দ্বাদশ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [বলিয়া গণ্য] হয়, সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর দ্বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—২॥৫—৩৮।

সরলার্থঃ। অথেদানীং মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে 'যশ্চায়ম্' ইত্যাদিনা। [যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ ;] সঃ যঃ (প্রসিদ্ধঃ) চ (অপি) অয়ং (স্বয়ং প্রকাশমানঃ) পুরুষে (পঞ্চকোষাত্মকে) [ব্রহ্মপুচ্ছত্বেন উক্তঃ], যঃ (বিদুষাম্ অপরোক্ষঃ) চ (অপি) অসৌ (অস্মদ্বিধানাং পরোক্ষঃ) আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলে)। সঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ) একঃ (পুরুষে আদিত্যে চ বর্ত্তমানোঽপি বাস্তবভেদরহিতঃ); সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লোকঃ) এবংবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্ত্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিব্যাঃ) প্রেত্য (আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্যঃ সন্) এতং অন্নময়ম্ অন্নবিকারাত্মকং) আত্মানং (আত্মত্বেনোপকল্পিতং) উপসংক্রামতি (সর্ব্বং স্থূলভূতং অন্নময়ং আত্মানং পশ্যতি) তথা মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি। [অথ সর্ব্বাত্মত্ব জ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ]॥৫।৩৯।

মূলানুবাদ। [যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিদ্যমান আছেন ; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদজ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,— মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনি তাহার ফলে এই (পূর্ব্বোক্ত] অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন, এই বিজ্ঞানময়

আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশ-ক্রমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫। ৩৯ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তদেতন্মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে—স যশ্চায়ং পুরুষ ইতি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোম্নি আকাশাদি কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং, তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চীয়তে। কোঽসৌ? অয়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নির্দ্দিষ্টঃ, যস্যৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি সুখার্হাণ্যুপজীবন্তি, স যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি নির্দ্দিশ্যতে। স একঃ ভিন্নপ্রদেশস্থ-ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ। ১

নমু তন্নির্দ্দেশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোঽধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দ্দেশঃ; যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্নিতি তু যুক্তঃ; প্রসিদ্ধত্বাৎ ন; পরাধিকারাৎ। পরো হ্যাত্মাত্রাধিকৃতঃ "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" 'সৈষানন্দস্য মীমাংসা" ইতি। ন হ্যকস্মাদ প্রকৃতো যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্, পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ পর এব নির্দ্দিশ্যতে স এক ইতি ২

নম্বানন্দস্য মীমাংসা প্রকৃতা, তস্যা অপি ফলমুপসংহর্ত্তব্যম্। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি। নমু তদনুরূপ এবায়ং নির্দ্দেশঃ "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ" ইতি ভিন্নাধিকরণস্থ বিশেষোপমর্দ্দেন। নম্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম। ন অনর্থকম্; উৎকর্ষাপ-কর্ষাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতস্য হি যো মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণস্য পর উৎকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দ্দেন পরমানন্দমপেক্ষ্য সমো ভবতি, ন কশ্চিদুৎকর্ষোঽপ-কর্ষো বা তাং গতিং গতস্যেত্যভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্। ৩

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নো ব্যাখ্যাতঃ। কার্য্যরসলাভ-প্রাণনাভয়প্রতিষ্ঠাভয়-দর্শনোপপত্তিভ্যোঽস্ত্যেব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অনুপ্রশ্ন একঃ; দ্বাবন্যাবনুপ্রশ্নৌ বিদ্বদবিদুষোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ৌ। তত্র বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুত ইত্যনুপ্রশ্নোঽন্ত্যঃ; তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোঽনুপ্রশ্নঃ অন্ত্যাপ-করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্যতে। ৪

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমদ্বৈতং সত্যং জ্ঞানমনন্তমস্মীত্যেবং বেত্তীতি এবংবিৎ, এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ।

স কিম্? অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য -দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়সমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ, তস্মাদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষো ভূত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি—বিষয়জাতং অন্নময়াৎ পিণ্ডাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্যতি, সর্ব্বং স্থূলভূতমন্নময়মাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমেতং প্রাণময়ং সর্ব্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম্ অথৈতং মনোময়ং বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। অথাদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। ৫

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কোঽয়মেবংবিৎ, কথং বা সংক্রামতি; কিং পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ সংক্রমণকর্ত্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবেতি। কিং ততঃ? যদ্যন্যঃ, স্যাৎ শ্রুতিবিরোধঃ—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি।' ন স বেদ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং 'তত্ত্বমসি' ইতি। অথ স এব আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি; কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। পরস্যৈব চ সংসারিত্বং পরাভাবো বা। যদ্যুভয়থা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা। অথ অন্যতরস্মিন্ পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে, স এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা; ন, তন্নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্ত্তুমন্যতরস্মিন্ তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে অবধৃতে ব্যর্থা চিন্তা স্যাৎ; নতু সোঽবধৃতঃ, ইতি তদবধারণার্থত্বাদর্থবত্যেবৈষা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ। চিন্তয়সি চ ত্বং নতু নির্ণেষ্যসি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং? ন; কথং তর্হি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী ত্বং, বেদার্থপরত্বাৎ; বহবো হি নানাত্ববাদিনো বেদবাহ্যাঃ ত্বৎপ্রতিপক্ষাঃ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেষ্যসীতি। এতদেব মে স্বস্ত্যয়নং—যন্মামেকযোগিনমনেকযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাত্থ। অতো জেষ্যামি সর্ব্বান্ আরভে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু স্যাৎ, তদ্ভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি অত্র বিবক্ষিতঃ -'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' ইতি। নহি অন্যস্য অন্যভাবাপত্তিরুপপদ্যতে। নন্বু তস্যাপি তদ্ভাবাপত্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিদ্যাকৃতানাত্মাপোহার্থত্বাৎ। যা হি ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাত্মপ্রাপ্তিরুপদিশ্যতে, সা অবিদ্যাকৃতস্য অন্নাদিবিশেষাত্মনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্য অনাত্মনঃ অপোহার্থা। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে? বিদ্যামাত্রোপদেশাৎ। বিদ্যায়াশ্চ দৃষ্টং কার্য্যং অবিদ্যানিবৃত্তিঃ; তচ্চেহ বিদ্যামাত্রমাত্মপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশ্যতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ, তদাত্মত্বে বিদ্যামাত্রসাধনোপদেশোঽহেতুঃ। কস্মাৎ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গবিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গন্তেতি চেৎ, ন; বৈধর্ম্ম্যাৎ। তত্র হি

গ্রামবিষয়ং নোপদিশ্যতে, তৎপ্রাপ্তিমার্গবিষয়মেবোপদিশ্যতে বিজ্ঞানং; ন তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিশ্যতে।৭

উক্তকর্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্যেত্যাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্য তদাত্মত্বং দর্শয়তি অভয়-প্রতিষ্ঠোপপত্তেশ্চ। যদি বিদ্যাবান্ স্বাত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ। অন্যস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বে বিদ্যয়া অবস্তুত্বদর্শনোপপত্তিঃ; তদ্ধি দ্বিতীয়স্য চন্দ্রস্য অসত্ত্বম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুষ্মতা ন গৃহ্যতে; নৈবং ন গৃহ্যতে ইতি চেৎ, ন; সুষুপ্তসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ।৮

সুষুপ্তেঽগ্রহণমন্যাসক্তবদিতি চেৎ, ন, সর্ব্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্যস্য গ্রহণাৎ সত্ত্বমেবেতি চেৎ, ন; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ; যদন্যগ্রহণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ, তদবিদ্যাকৃতম্, বিদ্যাভাবে অভাবাৎ। সুষুপ্তে অগ্রহণমপি অবিদ্যাকৃতমিতি চেৎ, ন; স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্য হি তত্ত্বমবিক্রিয়া, পরানপেক্ষত্বাৎ; বিক্রিয়া ন তত্ত্বম্, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তুনস্তত্ত্বং; সতো বিশেষঃ কারকাপেক্ষঃ, বিশেষশ্চ বিক্রিয়া; জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ বিশেষঃ। যদ্ধি যস্য নান্যাপেক্ষং স্বরূপং তৎ তস্য তত্ত্বম্; যদন্যাপেক্ষং, ন তৎ তত্ত্বম্; অন্যাভাবে অভাবাৎ তস্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবৎ ন, সুষুপ্তে বিশেষঃ। যেষাং পুনরীশ্বরোঽন্য আত্মনঃ, কার্য্যঞ্চ অন্যৎ, তেষাং ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়স্য অন্যনিমিত্তত্বাৎ; সতশ্চ অন্যস্য আত্মহানানুপপত্তিঃ।৯

নচ অসত আত্মলাভঃ। সাপেক্ষস্য অন্যস্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন; তস্যাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্ধর্ম্মাদ্যনুসহায়ীভূতং নিত্যমনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্যস্য কারণং স্যাৎ, তস্যাপি তথাভূতস্য আত্মহানাভাবাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতো-রিতরেতরাপত্তৌ সর্ব্বত্র অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্য সংসারস্য অবিদ্যাকল্পিতত্বাদদোষঃ। তৈমিরিকদৃষ্টস্য হি দ্বিতীয়চন্দ্রস্য ন আত্মলাভো নাশো বা অস্তি। বিদ্যাবিদ্যয়োঃ তদ্ধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, ন; প্রত্যক্ষত্বাৎ। বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যক্ষাবুপলভ্যেতে অন্তঃকরণস্থৌ। নহি রূপস্য প্রত্যক্ষস্য সতো দ্রষ্টৃধর্ম্মত্বং।১০

অবিদ্যা চ স্বানুভবেন রূপ্যতে—মূঢ়োঽহং অবিবিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি। তথা বিদ্যাবিবেকোঽনুভূয়তে। উপদিশন্তি চ অন্যেভ্যা আত্মনো বিদ্যাং বুধাঃ। তথা চ অন্যে অবধারয়ন্তি। তস্মান্নামরূপপক্ষস্যৈব বিদ্যাবিদ্যে নামরূপেচ, ন

আত্মধর্ম্মৌ; 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্য্যহোরাত্রে ইব কল্পিতে; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে। অভেদে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; বিজ্ঞানমাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলূকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে; কিং তর্হি? বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ।১১

নমু মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রূয়তে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ; ন, অন্নময়ে অদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহ্যাদস্মাৎ লোকাৎ জলূকাবৎ সংক্রামণং দৃশ্যতে, অন্যথা বা। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্ক্রমণমিতি চেৎ, ন; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। অন্যোঽন্নময়মুপসঙ্ক্রামতীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমেবোপসঙ্ক্রামতীতি বিরোধঃ স্যাৎ। তথা ন আনন্দময়স্যাত্মসঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। তস্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙ্ক্রমণং. নাপি অন্নময়াদীনামন্যতমকর্ত্তৃকং, পারিশেষ্যাদন্নময়াদ্যানন্দময়াত্তাত্মব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকং জ্ঞানমাত্রঞ্চ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। জ্ঞানমাত্রত্বে চানন্দময়ান্তঃস্থস্যৈব সর্ব্বান্তরস্য আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিষ্টস্য হৃদয়গুহাভিসম্বন্ধাৎ অন্নময়াদিষনাত্মসু আত্মবিভ্রমঃ সঙ্ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্যতি। তদেতস্মিন্নবিদ্যাবিভ্রমনাশে সঙ্ক্রমণশব্দ উপচর্য্যতে; ন হ্যন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ। ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্; ন হি জলূকা আত্মানমেব সংক্রামতি। তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রসলাভাভয়সংক্রমণাদি পরিকল্প্যতে ব্রহ্মণি সর্ব্বব্যবহারবিষয়ে; ন তু পরমার্থতো নির্ব্বিকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্যতে। তমেতং নির্ব্বিকল্পমাত্মানমেবং ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইত্যে তস্মিন্নর্থেঽপি এষ শ্লোকো ভবতি। সর্ব্বস্যৈবাস্য প্রকরণস্যানন্দবল্ল্যর্থস্য সংক্ষেপতঃ প্রকাশনায়ৈব মন্ত্রো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাম্ অষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এখন উক্ত মীমাংসাফলের উপসংহার করা হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উপসংহারচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।—'স যঃ চায়ং পুরুষে' ইত্যাদি।

পদা- ব্যোমরূপ হৃদয়গুহায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অন্নময় কে

পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। [বুঝিতে হইবে,] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—অভিন্ন বস্তু। ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে দেহসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষন্' বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পর্কিত কথা; পূর্ব্বোক্ত 'অদৃশ্যে অনাত্ম্যে' ও 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত —শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্মাই এখানে উভয়স্থলে এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্য নহে)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই স্থূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি)" ইতি। তাহা হইলেই অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। কেননা, অন্য শ্রুতিতে এইরূপই আছে—'য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণভাবে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক বলায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা মাত্র বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাল কথা, এখানেত আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে' এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকিতে পারে না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ ~~[illegible]~~ কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] 'অস্তি নাস্তি' বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে আনন্দ প্রাপ্তি, প্রাণনাদি ব্যাপার, অভয়প্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদ্দর্শনে ও তন্মূলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই একটী প্রশ্নেরও (নাস্তিত্ব শঙ্কার ও) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন, বা করেন না, এটী হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অন্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটীরও উত্তর হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমি হইতেছি—যথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ্' পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং ব্রহ্মই 'এবং' পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক—ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্যমান বিষয়রাশিকে অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় আত্মারূপে দর্শন করেন। তাহার পর আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অন্নময় আত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নরূপে নিরীক্ষণ করেন; তাহার পর ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য, অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায়। ৫

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ্' পুরুষটী কে? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কর্ত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—অন্য কেহ? না, সেই পরমাত্মাই?—ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'যিনি মনে করেন, আমি অন্য এবং আমার উপাস্যও অন্য, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' একত্ব-বোধক এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে। এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে একটী পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষটী মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দ্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক; বৃথা বিচারে আবশ্যক কি?—না, বিচার নিরর্থক নহে; সেই অদুষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অন্যতর পক্ষ কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন কোন একটী পক্ষই নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন তন্নির্দ্ধারণার্থই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না। ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি? না, সে প্রকার কথা নহে; তবে কি প্রকার কথা? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি] কেননা, তুমি একত্ববাদী (অদ্বৈতবাদী); কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [কল্পনা করিয়া থাক]; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাহ্য (বেদার্থবিমুখ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ব-বাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ। এই কারণই আমি তোমাকে পরাজয় করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৬

[প্রথমোক্ত তিনটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল 'উত স এব' অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই শ্রুতির অভিপ্রেত। কারণ, অন্য পদার্থ কখনই অন্য পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব কখনই হইতে পারে না; না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বস্বরূপ-প্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে; অবিদ্যাবশতঃ আত্মারূপে আরোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সকল শ্রুতি উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে)। ভাল কথা, ঐ শ্রুতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আছে। বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে—অবিদ্যানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিদ্যারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এ উপদেশ ত গন্তব্য স্থানের মার্গবিজ্ঞা-পনোদেশের ন্যায় হইতে পারে; সুতরাং সাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায় দেশান্তরে যাইতে হইলে লোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে; কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানইত আর গমনের কর্ত্তা হয় না; কর্ত্তা হয় অপর লোক। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্ত্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ

করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয় সম্বন্ধে; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭

"আর কর্ম্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে • পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১); এবং 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই শ্রুতিও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত) বলিয়া বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ অভয় প্রতিষ্ঠাও [অভেদপক্ষেই] উপপন্ন হয়, যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন; কারণ, তদবস্থায় ভয়ের কারণীভূত অন্য কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত (অসত্য) হয়, তবেই বিদ্যাদ্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। [আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি; যেমন ভ্রান্তিকৃত] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকের দেখিতে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটী বস্তুকেও দুইটী বলিয়া মনে করে,- একটি চন্দ্রকেও দুইটি দেখে। অবশ্য, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চন্দ্রটী যে ভ্রান্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চন্দ্র দেখিতে পায় না; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত; এইরূপ অজ্ঞজনের ভয়োৎপাদক দ্বৈত-প্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানীগণ উহার সত্যতা

---

(১) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য; কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, অন্য পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয়।

দেখিতে পান না। যদি বল এরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সুষুপ্ত ও সমাধিযুক্ত পুরুষেরা দ্বৈত জগৎ দর্শন করেন না।৮

যদি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সম্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুষুপ্তের অদর্শনও ঠিক তেমনই? না, তাহাও বলিতে পার না; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না; [সুতরাং অন্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না]। যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই; না, তাহাও নহে; কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটীও অবিদ্যাকৃত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত; যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহারও অভাব হয়। তাহা হইলে সুষুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক (অবিদ্যাজনিত নহে)। কেন না; অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; ~~কারণ,~~ উহা পরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয় বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। বস্তুর অভেদাবস্থাই কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তুর অন্যথা ভাব); জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে, বিষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র; সুতরাং বিকার মধ্যে পরিগণিত]। যাহার যে রূপটী অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব; আর যাহা অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু সেই অন্য বস্তুটীর অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাহাদের ভয় অন্যনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্ত পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহারও স্বরূপহানি হইতে পারে না; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদ্বস্তুরও যদি স্বরূপধ্বংস হয়, তবে সৎ ও অসতের পার্থক্যই চলিয়া যায়; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। একত্ববাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; কাজেই পূর্ব্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্ব্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই। তাহার পর, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপ রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না। ১০

বিশেষতঃ অবিদ্যা পদার্থটাও 'আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য' ইত্যাদি স্বীয় অনুভবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিদ্যার পার্থক্যও আত্মানুভব-গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ আপনার বিদ্যা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অনুরূপ অর্থ অবধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মকই বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্মই নাম ও রূপের স্বরূপাধায়ক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম।' নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই।

যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক বস্তু হয়, তাহা হইলে ভেদ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না—এ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের ন্যায় এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। ১১

ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত হইতেছে? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, 'অন্নময়' কোষের স্থানে মুখ্য উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, বর্ত্তমান বহির্লোক হইতে জলৌকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও,] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, তাহাও হয় না; স্বাত্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষকে স্বাত্মপ্রাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না; (কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয় না; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির) কর্ত্তাও নহে; পরন্তু অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই উহার কর্ত্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র. এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই, আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্ব্বান্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয়গুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-বিনাশরূপ অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না।

---

(১) তাৎপর্য্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয়; জ্ঞানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, তাভিন্ন নহে' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবভাব বা অব্রহ্মভাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ; কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্যই ভাষ্যকার সংক্রমণ কথার ঐরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলূকা (জোঁক) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, (পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয়)। অতএব আমরা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অভয় প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প (সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না। সেই এই নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিষয়েও একটী শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটী সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতꣳহ বাব ন তপতি। কিমহꣳ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

সম্বন্ধার্থঃ।— বাচঃ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি বচনানি) মনসা (তত্ত্বনিশ্চায়কেন অন্তঃকরণেন) সহ অপ্রাপ্য (বক্তুং জ্ঞাতুং চ অপারয়ন্ত্যঃ) যতঃ (যস্মাৎ কারণরূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) নিবর্ত্তন্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে)। (কোঽপি জনঃ) ব্রহ্মণঃ (স্বরূপভূতং) [তং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কুতশ্চন (কস্মাদপি নিমিত্তাৎ) ন বিভেতি [ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ] ইতি। এতম্ হ বাব (এব), কিং (কস্মাৎ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ম্ম) ন অকরবম্ (ন কৃতবান্ অস্মি), কিং (কস্মাৎ) অহং পাপং (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) অকরবম্

(কৃতবান্ অস্মি) ইতি (এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি) সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপাচরণে এবং (যথোক্ত-রূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মানং সবলং করোতি, তৎ)। হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান্ : এতে (পুণ্যাকর্ম্মাকরণ-পাপ-কর্ম্মণী) উভে এব আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মভাবেন বিজানাতি); [কঃ ?] যঃ এবং (যথোক্তলক্ষণম্ অদ্বৈতম্ আনন্দং) বেদ (জানাতি, স ইত্যর্থঃ)। ইতি (ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা— সর্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং রহস্যমিতিভাবঃ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।— বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ-বিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই; আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপও কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না; সেই—যে লোক এই প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কারণ, যিনি এরূপ জানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব বিদ্যার সারভূত রহস্য বিদ্যা ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা ॥৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥৯॥

.. **শাঙ্করভাষ্যম্**—যতঃ যস্মান্নির্ব্বিকল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দা-দাত্মনঃ বাচঃ অভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকাশ্যৈব নিব-র্ত্তন্তে—স্বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্। তচ্চ, যত্রাভিধানং প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েঽপ্যর্থে, তদর্থে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনায়। যত্র চ বিজ্ঞানং, তত্র বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তস্মাৎ সহৈব বাঙ্মনসয়োরভিধানপ্রত্যয়য়োঃ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র। তস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশনায় সর্ব্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ যস্মাদ প্রত্যয়বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃশ্যাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা বিজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রকাশন

সমর্থেন নিবর্ত্তন্তে, তং ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্যাবৃজিনস্যাকামহতস্য সর্ব্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তস্যাত্মভূতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, নিমিত্তাভাবাৎ। ন হি তস্মাদ্বিদুষোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমস্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১

অবিদ্যয়া যদা উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্। বিদুষশ্চাবিদ্যাকার্য্যস্য তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চন্দ্রবৎ নাশাদ্ভয়নিমিত্তস্য ন বিভেতি কুতশ্চনেতি যুজ্যতে। মনোময়ে চোদাহৃতো মন্ত্রঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞান-সাধনত্বাৎ। তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যারোপ্য তৎস্তুত্যর্থং 'ন বিভেতি কদাচন" ইতি ভয়মাত্রং প্রতিষিদ্ধম্; ইহাদ্বৈতবিষয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি ভয়নিমিত্তমেব প্রতিষিধ্যতে। ২।

নন্বস্তি ভয়নিমিত্তং সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ। নৈবম। কথমিতি, উচ্যতে— এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণার্থৌ, ন তপতি নোদ্বেজয়তি ন সন্তাপয়তি। কথং পুনঃ সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি; উচ্যতে— কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম্ম নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি আসন্নে মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মীতি চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ তাপো ভবতি। তে এতে সাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে এবমেনং ন তপতঃ, যথা অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩

কস্মাৎ পুনর্ব্বিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে স য এবং বিদ্বান এতে সাধ্ব-সাধুনী তাপহেতূ ইত্যাত্মানং স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাত্মভাবেনোভে পশ্যতীত্যর্থঃ। উভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান্ এতে আত্মনাত্মরূপে-ণৈব পুণ্যপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শূন্যে কৃত্বা আত্মানং স্পৃণুত এব। কঃ? য এবং বেদ যথোক্তমদ্বৈতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ। তস্যাত্মভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে নির্ব্বীর্য্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্তা অস্যাং বল্ল্যাং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ- পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষণ্ণমিতি। ১॥ ৪•

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যং

সংপূর্ণম্॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্যসমূহ সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, [ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে; এইরূপ ধারণার বশে] বক্তারা নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত অদ্বয়ানন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থ প্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) হইলেও যে পদার্থে অভিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মনঃ সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্ত্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিষয়ীভূত এবং অভিধানেরও অযোগ্য অদৃশ্যত্বাদি বিশেষণান্বিত যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে মনের সহিত সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতি নিবৃত্ত হয়; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম সর্ব্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, আর যাহা বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) সম্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগ্‌ভূত ব্রহ্মসম্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন। ১।

লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটী মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই মনোময়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র করা হইয়াছে; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ২।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্ম্মের অকরণ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,—

উহারা এই যথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। শ্রুতির 'হ' ও 'বাব' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বলা যাইতেছে।— মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু শোভন (উত্তম) কর্ম্ম করি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং 'কিসের জন্য আমি পাপ— শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী দুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই উভয়ে— সাধুকর্ম্মের অকরণ ও পাপ ক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোক দিগকে যেরূপ তাপ দেয়, কেবল ইহাঁকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না। ৭।

কি কারণে বিদ্বান্‌কে সন্তাপ দেয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে- এবংবিধ সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকর্ম্মের অকরণ ও অসাধুকর্ম্মের আচরণ এতদুভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান হন— অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। [সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর হয় না] যেহেতু এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধর্ম্মশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সুতরাং বীর্য্যহীন হওয়ায় উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল— জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখানেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি। ১॥ ৪১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥ ৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥ ৯॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

ভৃগুবল্লী।

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

আভাষভাষ্যম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যমন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যবিলক্ষণম্ অদৃশ্যাদিধর্ম্মকমেব আনন্দং তদেবাহমিতি বিজানীয়াৎ, অনুপ্রবেশস্য তদর্থত্বাৎ; তস্যৈবং বিজানতঃ শুভাশুভে কর্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ—ইত্যেবমানন্দবল্ল্যাং বিবক্ষিতোঽর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিদ্যা। অতঃপরং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনং তপো বক্তব্যম্; অন্নাদিবিষয়াণি চোপাসনান্যনুক্তানি, ইত্যতঃ পূর্ব্ববচ্ছান্তিপাঠপূর্ব্বকমিদমারভ্যতে।—

আভাষভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) ন্যায় প্রতীতিগোচর হন, সেই হেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ব্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জানিবে; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি জন্মান্তর সমুৎপাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত তপস্যার কথা বলিতে হইবে; এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [তাহাও বলিতে হইবে; এই জন্য] এই প্রকরণ (ভৃগুবল্লী) আরব্ধ হইতেছে—

ভৃগুর্ব্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা।—॥১॥৪১॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। ভৃগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ ; ভৃগুনাম্না প্রসিদ্ধঃ) বারুণিঃ (বরুণস্ত অপত্যং) [জিজ্ঞাসুঃ সন্] ভগবঃ (ভগবন্), [ত্বং] ব্রহ্ম (বেদং) অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) পিতরং বরুণং উপসসার (যথাবিধি উপাগতঃ)। তস্মৈ (ভৃগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [পিতা], অন্নং (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) ইতি (এতানি ব্রহ্মানুভূতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ)। [ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি উক্ত্বা] তং (ভৃগুং) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্—, হে সোম্য] যতঃ (যস্মাৎ কারণভূতাৎ) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি) ভূতানি জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) যেন (বস্তুনা) জীবন্তি (স্থিতিং লভন্তে), প্রযন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) যৎ (বস্তু) অভিসংবিশন্তি (তত্র প্রলীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্তু) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষণে জ্ঞাতুমিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বস্তু) ব্রহ্ম ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] সঃ (ভৃগুঃ) [ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্)। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপঃ কৃত্বা) ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ। ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—[পিতঃ, আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে [ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাহাকে [ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন]—যাঁহা হইতে ব্রহ্মাপ্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম। [ভৃগু এই কথা শুনিয়া] তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ । ৪১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুতয়ে,—প্রিয়ায় পুত্রায় পিত্রোক্তেতি—ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুস্মারকঃ, ভৃগুরিত্যেবংনামা প্রসিদ্ধোঽনুস্মার্য্যতে। বারুণিঃ বরুণস্যাপত্যং—বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীহি অধ্যাপয় কথয়। স চ পিতা বিধিবদুপসন্নায় তস্মৈ পুত্রায় এতদ্বচনং প্রোবাচ—অন্নং

প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। অন্নং শরীরং, তদভ্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অত্তারম্, অনন্তরমুপলব্ধিসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যুক্তবান্। উক্ত্বা চ দ্বারভূতান্যেতান্যন্নাদীনি তং ভৃগুং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। ১।

কিং তৎ? যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদাত্ম্যমেব প্রতিপদ্যন্তে; উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু যদাত্মতাং ন জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। তদ্‌ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদন্নাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুস্তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্" ইতি। ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যেতানীতি দর্শয়তি। স ভৃগুঃ ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রুত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তপ্তবান্। ২

কুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্যৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভৃগোঃ? সাবশেষোক্তেঃ। অন্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদ্যুক্তম্, সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্ব্রহ্মণোঽনির্দ্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টব্যং জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিত্থংরূপং ব্রহ্মেতি; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ; কিন্তর্হি, সাবশেষমেবোক্তবান্। অতোঽবগম্যতে—নূনং সাধনান্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ; সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে।"

ইতি স্মৃতেঃ। স চ তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমানুবাকভাষ্যম্॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃগু-বরুণ সংবাদের) উদ্দেশ্য—বর্ণনীয় বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপন করা। পিতা যখন আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন; (তখন ইহাতেই বিদ্যার উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী বিষয়ের প্রসিদ্ধতা স্মারক;

(১) জগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র; সুতরাং পিতা পুত্রকে যাহা দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু; তন্মধ্যেও আবার প্রিয় পুত্রকে যাহা

অর্থাৎ ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের পুত্র। সেই বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট—'ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' (অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি' অর্থ 'অধ্যাপয়' শিক্ষাদান করুন—বলুন। সেই পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, (কর্ণ), মন ও বাক্। অন্ন অর্থ - শরীর, এখানে অন্নময় কোষ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অত্তা (ভোক্তা)। এতদুভয়ের কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টী জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভৃগুকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন। ১

সেই লক্ষণটী কি? না, যাহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ কালেও, যে ব্রহ্মে প্রতিগত (প্রত্যাগত) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভাব লাভ করে; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয়কালেও ভূতবর্গ যাহার সহিত তদাত্মকভাব (অভিন্নভাব) ত্যাগ করে না, (তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (২)। সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও। অপর শ্রুতিও—'যাহারা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সর্ব্বাদি পুরাণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় সমূহ ও ব্রহ্মলক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২

লেন, তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এখানেও পিতা বরুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভৃগুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিদ্যা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা-পুত্র সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাটিকে বিদ্যার প্রশংসা সূচক বলা হইল।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। যাহা কেবল স্বরূপ মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর যাহা সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাল কথা, তপস্যা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অনুপদিষ্ট তপস্যাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐরূপ অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে; কারণ, [এ পর্য্যন্ত] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবম্ভূত এবং এই প্রকার'; কিন্তু তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়াছেন; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতির জন্য আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দ্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃ বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্যার সর্ব্বার্থ সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা; (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্যাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে, একাগ্রতা তাহাই পরম তপস্যা; এবং তাহাই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।' ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

---

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিলাভের যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন— 'নাসাধ্যং হি তপস্বতঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্লভ কিছু নাই; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু শাস্ত্রান্তর সংবাদে ও লোক প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা— ॥১॥ ॥২॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নমেব ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) ইমানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি) ভূতানি অন্নাৎ এব খলু (নিশ্চয়ে) জায়ন্তে, জাতানি চ (সন্তি) অন্নেন জীবন্তি, প্রযন্তি চ (বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি) অন্নং অভিসংবিশন্তি (অন্নে বিলীয়ন্তে) (ইতি)। তৎ (অন্ন-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) (সংশয়াপন্নঃ সন্ পুনঃ এব (অপি) পিতরং বরুণম্ উপসসার (উপগতবান্) ভগবঃ (ভগবন্) [ত্বং] ব্রহ্ম অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ)। (স চ পিতা) তম্ (ভৃগুং) উবাচ (তপসা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানেন) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। [যতঃ] তপঃ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলাভহেতুঃ) ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) (পিত্রৈবম্ উপদিষ্টঃ সন্) তপঃ অতপ্যত। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১।২ ॥

মূলানুবাদ। [সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশকালেও অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন— আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১।২ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।— অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্বিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি যথোক্তলক্ষণোপেতম্। কথম্? অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। তস্মাৎ যুক্তমন্নস্য ব্রহ্মত্ব-মিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্ত্বা, অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসসার – অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুরস্যেতি ? উচ্যতে অন্নস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুন রুপদেশঃ সাধনাতিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি, যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ত্ততে, তাবত্তপ এব তে সাধনম্ ; তপসৈব ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্বে-ত্যর্থঃ। অন্যৎ ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—[ভৃগু তপস্যার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত) জন্মলাভ করে; জাত ইহারাও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশ সময়েও অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। সেই ভৃগু এইরূপে তপস্যা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ 'সংশয় যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন; [এবং বলিলেন,] ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—অন্নের উৎপত্তি দর্শনই কারণ ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ব্বকারণ হইতেই পারে না ; পরন্তু উহারও অন্য কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; সুতরাং অন্নঃ সর্ব্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না ; এই জন্যই ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তপস্যার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্যান্য অংশ সরল ॥১॥৩২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-ন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি [চ সন্তি] প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (প্রাণ-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] তং উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৩॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণই ব্রহ্ম। কেননা, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৩॥

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ॥০॥১ ৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০।১॥৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥১॥৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

সরলার্থঃ। মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকং অন্তঃকরণং) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে; জাতানি চ

মনসা এব জীবন্তি ; প্রযন্তি [চ সন্তি] (মনঃ) অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (বরুণং) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১॥ ৪৪॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম। কেন না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও মনেই বিলীন হইয়া থাকে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে সমাগত হইলেন—বলিলেন, ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। [পিতা] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া —॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—॥০॥১॥৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।—॥০॥১॥৪৪॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ তং [বিজ্ঞান-ব্রহ্ম] বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগুং) উবাচ হ - তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত ; সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥ ৫॥

মূলানুবাদ। তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। কেন না, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥১॥৪৫॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ০ ॥—১১॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥ ০ ॥—॥১॥৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি।

সা এষা (যথোক্তা) ভার্গবী (ভৃগুণা জ্ঞাতা) বারুণী (বরুণেন কথিতা). বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াং অদ্বৈতে আনন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তাং বিদ্যাং, বেদ (বিজানাতি.), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি), অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মণ্যতেজসা) মহান ভবতি। কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান (প্রধানঃ) ভবতি। ॥৪৬॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] বুঝিয়াছিলেন—যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী (ভৃগুকর্তৃক পরিজ্ঞাত) বারুণী (বরুণ কর্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায়) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্যা অবগত হয়, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন; প্রজা (সন্তান) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লী ষষ্ঠানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন্ শনৈঃশনৈরন্তঃপ্রবিশ্যান্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধনেন ভৃগুঃ, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুনা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধনমনুষ্ঠেয়মিতি প্রকরণার্থঃ। অধুনা আখ্যায়িকাং চ উপসংহৃত্য শ্রুতিঃ স্বেন বচনেনাখ্যায়িকানির্ব্বর্ত্ত্যমর্থমাচষ্টে—সা এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা বরুণেন প্রোক্তা—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেঽদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা অন্নময়াদাত্মনোঽধিপ্রবৃত্তা ।১

এবমন্যোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্য আনন্দং ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চ ফলং তস্যোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমস্য বিদ্যত ইত্যন্নবান্; সত্তামাত্রেণ তু সর্ব্বো হ্যন্নবানিতি বিদ্যায়া বিশেষো ন স্যাৎ। এবমন্নমত্তীত্যন্নাদো দীপ্তাগ্নির্ভবতীত্যর্থঃ। মহান্ ভবতি। কেন মহত্ত্বমিত্যত আহ,—প্রজয়া পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা মহান্ ভবতি, কীর্ত্ত্যা খ্যাত্যা শুভাচারনিমিত্তয়া ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম

বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।১

অন্যও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিদ্যার দৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে বিদ্যাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না। (এইজন্য 'অন্নবান্' অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল)। সেই লোক অন্নাদ—অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন; এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ত্ব, তাহা বলা হইতেছে প্রজা—পুত্রাদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্চ্চস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলব্ধ তেজে (মহান্ হন); আর কীর্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৬॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। যস্মাৎ [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পদ্যতে, তস্মাৎ] অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুর্য্যাৎ)। তৎ (অন্নস্য অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবশ্যপ্রতিপাল্যো নিয়মঃ)। [কিং তৎ অন্নম্?] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরান্তর্গতত্বাৎ); [যৎ যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তস্যান্নমিত্যভিপ্রেতম্)। শরীরম্

অন্নাদম্ (অন্নভোক্তৃ) প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্য), শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তৎ এতৎ (উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ) অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং। স যঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিতং এতৎ (উভয়ং) অন্নং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা (যশসা) মহান্ (মহত্ত্ববান্) ভবতি। (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥১॥৪৭॥

মূলানুবাদ। [উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু] কখনও অন্নের নিন্দা করিবেন না; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রাণ হইতেছে অন্ন; আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা); [কারণ, এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে; এই জন্য] শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত; আবার প্রাণও শরীরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (জগদ্বিখ্যাত হন), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চসে (জ্ঞানজনিত তেজে) মহান্ হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীর্ত্তিতেও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, অন্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ, তস্মাদ্ গুরুমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ; তদস্যৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশ্যতে। ব্রতোপদেশোঽন্নস্তুতয়ে; স্তুতিভাক্ ত্বন্নং অন্নস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যুপায়ত্বাৎ। প্রাণো বা অন্নম্, শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাণস্য। যদ্‌যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তত্তস্যান্নং ভবতীতি। শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোঽন্নং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যন্নং প্রাণোঽন্নাদঃ। কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অন্নমন্নাদশ্চ। যেনান্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তেনান্নম্। যেনান্যোঽন্যস্য প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরঞ্চোভয়মন্নমন্নাদং চ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অন্নান্নাদাত্মনৈব। কিঞ্চ, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা করিবে না। উক্ত প্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ (ভোক্তা)। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর রক্ষার উপায়, সেই হেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদুভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহারা অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করেন। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় তিনিও অন্নবান ও অন্নাদ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। অন্নং (অদনীয়ং বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ)। তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্)। [ইদানীম্ অন্নপদার্থো নির্দ্দিশ্যতে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং; জ্যোতিঃ (অগ্নিপ্রভৃতি) অন্নাদং (অপ্‌স্বরূপান্নভোক্তৃ); [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্‌সু প্রতিষ্ঠিতম্; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উভয়ং অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন)

এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং লভতে), অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি। [অপি চ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, [তথা] কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ। অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহা একটী ব্রত—অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। জলই অন্ন; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ (সেই জলরূপী অন্নের ভোক্তা—শোষক)। জলের মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থান করে; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥১॥৪৮॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তৎ ব্রতং পূর্ব্ববৎ স্তুত্যর্থম্। তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তুতং মহীকৃতমন্নং স্যাৎ। এবং যথোক্তমুত্তরেষ্বপি অপো বা অন্নমিত্যাদিষু যোজয়েৎ ॥১॥৪৮॥

ইত্যষ্টমানুবাকভাষ্যম্॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কার্য্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে। এইরূপ ভালমন্দ বিচারপূর্ব্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অন্নেরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী 'আপো বৈ অন্নম্' ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজনা করিবে ॥১॥৪৮॥

ইতি ভৃগুবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৮॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অন্নং বহু (প্রভূতং) কুর্ব্বীত। তৎ (অন্নস্য বহুকরণমেব) ব্রতম্। [কিং তদন্নম্? ইত্যাহ—] পৃথিবী বৈ অন্নং; আকাশঃ অন্নাদঃ

(তদ্ভোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ (সম্বদ্ধঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতদ্ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্যা মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]॥ ১॥ ৪৯॥

মূলানুবাদ। অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটি ব্রত। [অন্ন কি?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্চ্চসে গৌরবান্বিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন॥ ১॥ ৪৯॥

ইতি নবমানুবাক ব্যাখ্যা॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অপ্সু জ্যোতিরিতি অব্জ্যোতিষোরন্নান্নাদগুণত্বেনোপাসকস্য অন্নস্য বহুকরণং ব্রতম্॥ ॥৪৯॥

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত 'অপ্সু জ্যোতিঃ' এই শ্রুতি অনুসারে অপ্ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদগুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবৃদ্ধি করা তাহার একটী ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল॥১॥৪৯॥

ইতি ভৃগুবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥৯॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে॥ ॥৫০॥

সরলার্থঃ। বসতৌ (স্বগৃহে) [বাসলাভার্থমাগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যাচক্ষীত ন (নিবারয়েৎ)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [যস্মাৎ বসতি-

দানে কৃতে অন্নমপি তস্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (যেন কেনচিৎ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরং) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [অতএব অন্নবন্ত বিদ্বাংসঃ] অস্মৈ (অন্নার্থিনে অভ্যাগতায়) অন্নং অরাধি (সংগৃহীতং ময়া) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে—] এতৎ (দীয়মানম্) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধং (সংগৃহীতং ময়া) ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে –] অস্মৈ (অন্ন-দাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধ্যতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্ উপতিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাদ্ধম্ [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধ্যতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধম্; অন্ততঃ (জঘন্যয়া এব বৃত্ত্যা) অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ)। ['মুখতঃ' প্রভৃতি-পদানি বয়োঽবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ]॥১॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটি ব্রত। [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে। [এই জন্য পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইঁহার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। [দান কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন]। তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাহার ধনাগম হইয়া থাকে। এই অন্ন মধ্যম (যাহা অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ] বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা পৃথিব্যামকাশোপাসকস্য বসতৌ বসতি-নিমিত্তং কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্ষীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ।

বাসে চ দত্তে অবশ্যং হ্যশনং দাতব্যম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া—যেন কেন প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদন্নবন্তো বিদ্বাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে, ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্ব্বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

অপি চ, অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যন্নম্, তথা তৎকালমেব প্রত্যুপনমতে। কথমিতি, তদেতদাহ—এতদ্বৈ অন্নং মুখতঃ মুখ্যে প্রথমে বয়সি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং সংসিদ্ধং প্রযচ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তস্য কিং ফলং স্যাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূর্ব্বে বয়সি মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত-ইত্যর্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথা অন্ততঃ অন্তে বয়সি জঘন্যেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, [তাহার] আরও একটী ব্রত আছে। [তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রার্থী হইয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না। বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক। সেই কারণে, যে কোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইঁহার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও 'অন্ন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[উক্ত উপাসক] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। [দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে) আদরপূর্ব্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [এই বলিয়া গৃহস্থ] অন্নদান করেন। তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বয়সে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই

ভাবেই অন্ন প্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—স কার প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে। যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে; সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১॥১॥৫০॥

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২।৫১ ॥

সরলার্থঃ। যঃ এবং বেদ (অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদ্দানস্য চ ফলং জানাতি), [তস্য পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং ফলং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। [অতঃপরং ব্রহ্মণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে—] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্যম্) প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেম ইতি, (প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাসীত)। হস্তয়োঃ কর্ম্মেতি (কর্ম্মাত্মনা), পাদয়োঃ গতিরিতি (গমনাত্মনা), পায়ৌ (মলদ্বারে) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ) [প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (এতাঃ) মানুষীঃ (মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ) সমাজ্ঞাঃ (জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরং) দৈবীঃ (দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ) সমাজ্ঞাঃ (উপাসনানি) [উচ্যন্তে—] বৃষ্টৌ তৃপ্তিঃ (অন্নাদিদ্বারা তৃপ্তিসাধনত্বাৎ তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্যুতি বলং ইতি —॥২॥৫১॥

মূলানুবাদ। যিনি এইরূপে অন্নদান ও অন্ন মাহাত্ম্য জানেন, [তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন। এখন প্রকারান্তরে

(১) তাৎপর্য্য—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কোন লোক আসিয়া "আমি তোমার গৃহে বাস করিব" বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণযোগ্য অন্নও দিবে; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর পূর্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে যাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদরপূর্ব্বকই পাইবেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পূজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়।

ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগ ক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য সম্পর্কিত, অতঃপর দৈবী উপাসনা [কথিত হইতেছে—] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনাকরিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং বেদ—য এবমন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদ্দানস্য চ ফলং, তস্য যথোক্তং ফলমুপনমতে। ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন প্রকার উচ্যতে।—ক্ষেম ইতি বাচি।১

ক্ষেমো নামোপাত্তপরিরক্ষণং, ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। যোগক্ষেম ইতি, যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপানয়োর্ব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো যদ্যপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তর্হি ? ব্রহ্মনিমিত্তৌ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। এবমুত্তরেষন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। ২

কর্ম্মণো ব্রহ্মনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ধস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যম্। গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষী মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ সমাজ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দৈবী দৈব্যো দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞা উচ্যন্তে। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্‌ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যম। তথা অন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিদ্যুতি ॥২॥৫১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'য এবং বেদ' অর্থ যে লোক উক্ত প্রকারে অন্নের মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্ত প্রকার ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি বাচি' ইতি ॥১॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে। 'যোগ ক্ষেম ইতি।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল প্রাণাপানই ঐ উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, [তবে কি না, ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই জন্য, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে

উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থান সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্তৎরূপে উপাস্য বুঝিতে হইবে। ২

কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ্ঞা—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃ-পর দৈবী সমাজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্যান্য বিষয়েও তত্তৎরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে বলরূপে [অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।] ॥৩॥৫১॥

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতির-মৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যু-পাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩॥৫২॥

সরলার্থঃ। পশুষু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম), অমৃতং (অনাদিজাতা তৃপ্তিঃ), আনন্দঃ (পুত্রজননদ্বারা ঋণশোধনজং সুখম্), ইতি (অনেন প্রকারেণ ব্রহ্ম উপাস্যম্) তথা আকাশে সর্ব্বম্ ইতি (আকাশে যৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইত্যনেন প্রকারেণ, তৎ (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাধারঃ) ইতি উপাসীত। সর্ব্বত্র উপাস্যং উপাসীত বা ইত্থং ক্রিয়া যোজনীয়া]। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] [যথোক্তোপাসকঃ] প্রতিষ্ঠাবান্ (অন্যেষাং আশ্রয়ঃ) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মহঃ (চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ, জ্যোতিঃ বা) ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। [ততশ্চ] মহান্ (মহত্ত্বগুণবান্, জ্যোতিস্মান্ বা) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মন ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ] মানবান্ (মননসমর্থঃ, মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥৩॥৫২॥

মূলানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিস্বরূপে, উপস্থনামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে (পুত্রাদি উৎপাদনরূপে), অমৃতরূপে (আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে ঋণপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব্ব বস্তু-

রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও মানবান্ (চিন্তাশক্তিসম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥৩।৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোরূপেণ পশুষু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃতমমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুত্রেণ ঋণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ সুখমিত্যেতৎ সর্ব্বমুপস্থনিমিত্তং ব্রহ্মৈব, অনেনাত্মনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ব্বং হি আকাশে প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্ব্বমাকাশে, তদ্‌ব্রহ্মৈবেত্যুপাস্যম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠা গুণোপাসনাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। এবং পূর্ব্বেষ্বপি। ১।

যদ্ যত্রাধিগতং ফলং, তদ্‌ব্রহ্মৈব, তদুপাসনাৎ তদ্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ "তং যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহঃ মহত্ত্বগুণবৎ তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননং মনঃ, মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপে। [ব্রহ্মের উপাসনা করিবে]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ), আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ, উপস্থই (জননেন্দ্রিয়ই) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তও বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে অবস্থিত আছে; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বাধার আকাশও ব্রহ্মই, তদতিরিক্ত নহে), অতএব আকাশকে 'সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়া উপাসনা করিবে। অন্য সকল স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই, সুতরাং তাদৃশ উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যেভাবে যে-ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।' তাঁহাকে 'মহ' এইরূপে উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাহার উপাসনা করিবে। তাহার

ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিন্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থ মনন করিতে সমর্থ হন ॥৩॥১২॥

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥ ৪।৫৩ ॥

সন্দর্ভার্থঃ। তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [তথোপাসনাৎ] কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ অস্মৈ (উপাসকায়) নম্যন্তে (উপনতা ভবন্তি)। তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি (প্রভুশক্তিমৎ ইতি) উপাসীত। [ততশ্চ] [উপাসকঃ] ব্রহ্মবান্ (প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ) ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতি উপাসীত (পরিম্রিয়ন্তে বিনশ্যন্তি অগ্নিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ—বায়ুঃ, সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপাস্যঃ)। এবং (উপাসকং) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (শত্রবঃ বাহ্যাঃ আন্তরাঃ বা কামাদয়ঃ) পরিম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তি)। [তথা] যে অপ্য (উপাসকস্য) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, তে অদ্বিষন্তোঽপি ম্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ]। [ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি] যঃ চ অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা], সঃ একঃ (অভিন্নঃ)। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥৪॥৫৩॥

মূলানুবাদ। তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে; তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ হন। তাহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে; তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায় এবং যাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়। পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন ॥ ৪।৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ নমইত্যুপাসীত। নমনং ননমঃ নমনগুণবৎ তদুপাসীত। নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি

ভোগ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ তদ্‌গুণো ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ—পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ। অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ১

এনমেবং বিদং প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তোঽপি সপত্না যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্না ইতি। এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ তে পরিম্রিয়ন্তে প্রাণান্ জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্য ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষন্তোঽপি তে চ পরিম্রিয়ন্তে। "প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্" ইত্যারভ্য আকাশান্তস্য কার্য্যস্যৈব অন্নান্নাদত্বমুক্তম্। উক্তং নাম—কিং তেন? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—কার্য্যবিষয় এব ভোজ্যভোক্তৃত্বকৃতঃ সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি; আত্মনি তু ভ্রান্ত্যোপচর্য্যতে। নমু আত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্য্যম্, ততো যুক্তস্তস্য সংসার ইতি। ন; অসংসারিণ এব প্রবেশশ্রুতেঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাকাশাদিকারণস্য হি অসংসারিণ এব পরমাত্মনঃ কার্য্যেষ্বনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ কার্য্যানুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী। সৃষ্ট্বা অনুপ্রাবিশদিতি সমানকর্তৃকত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োশ্চৈককশ্চেৎ কর্তা, ততঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ো যুক্তঃ। ২।

প্রবিষ্টস্য তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রবেশস্যান্যার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। "অনেন জীবেন" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। ধর্ম্মান্তরেণানুপ্রবেশ ইতি চেৎ; ন, "তত্ত্বমসীতি পুনস্তদ্ভাবোক্তেঃ। ভাবান্তরাপন্নস্যৈব তদপোহার্থা সম্পদিতি চেৎ; ন, "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বম্ অসি" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন, উপলব্ধুরনুপলভ্যত্বাৎ। সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মোপলভ্যত ইতি চেৎ; ন, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণোঽব্যতিরেকাৎ কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। উষ্ণপ্রকাশয়োর্দাহ্য-প্রকাশ্যত্বানুপপত্তিবৎ। ৪।

ত্রাসাদিদর্শনাদ্দুঃখিত্বাদ্যনুমীয়ত ইতি চেৎ; ন, ত্রাসাদের্দুঃখস্য চোপলভ্যমানত্বান্নোপলব্ধৃধর্ম্মত্বম্। কাপিলকাণাদাদিতর্কশাস্ত্রবিরোধ ইতি চেৎ; ন, তেষাং মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রান্তত্বোপপত্তেঃ। শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাঞ্চ সিদ্ধমাত্মনোঽসংসারিত্বম্। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি? উচ্যতে—স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ। ৩॥ ৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহাকে 'নম' বলিয়া উপাসনা করিবে। নম

অর্থ নমন (নত হওয়া)। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কাম সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয় সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বশীভূত থাকে। 'তদ্‌ব্রহ্ম ইতি উপাসীত, এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্ম-গুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটী দেবতা যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর'। উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু মধ্যে এই-রূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অন্য শ্রুতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্; এইজন্য আকাশ হইতেছে—ব্রহ্মের পরিমর। অতএব বায়ু হইতে অপৃথক্‌ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে। ১

এবং বিধ উপাসকের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী দ্বেষসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর মধ্যেও দ্বেষবিহীন লোক থাকিতে পারে; এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (দ্বেষকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত অন্ন ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাল, উক্তত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঘটিত (একটী ভোগ্য, অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্য জগতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই; কেবল ভ্রান্তি বশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমাত্মারই কার্য্য অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয়।' না, তাহা হয় না। কারণ, শ্রুতিতে অসংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাবরহিত) পরমাত্মারই কার্য্য মধ্যে প্রবেশ শ্রুত আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই; নচেৎ 'সৃষ্টি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রবেশের 'এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্ত্তা হন, তাহা হইলেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয়

(সৃষ্টাপদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [কারণ, এককর্তৃত্ব অর্থেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় বিহিত আছে] ৩

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটিতে পারে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, [ভাবান্তর প্রাপ্তি নহে;] সুতরাং তাহা দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া যায়। যদি বল, সৃষ্টি-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে; না, তাহাও নহে; কেন না, [এই প্রকরণেই] 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি (শ্বেতকেতু) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [কাজেই প্রবেশের পরেও ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না]। যদি বল, জীবের সংসারভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; না; সে কথাও সত্য নহে; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্ত্তা (জ্ঞাতা), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য—উপলব্ধের বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় (উপলভ্য) হইতে পারে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিস্বরূপ ধর্ম্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী (সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট), কিন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই (জীবের পক্ষে) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ যেমন দাহ্য হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ৪

যদি বল, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সদ্ভাব দেখা যায়, তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম দুঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।] না, তাহা নহে; কারণ, ত্রাস ভয়াদি ও দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি ত্রাস ও দুঃখ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারাও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [কারণ, তাঁহারা আত্মার সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না। আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও সমর্থিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ' এই শ্রুতি দ্বারা এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫ ॥৫৪ ॥

সরলার্থঃ। সঃ যঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্যাং জানাতি), [সঃ] অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো) ভূত্বা এবং (অনন্তরোক্তম্) অন্নময়ং আত্মানং (আত্মত্বেন কল্পিতং অন্নময়ং দেহং) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ততশ্চ] এতং প্রাণময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং আনন্দময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, কামান্নী (কামতঃ অন্নং অস্য—কামনানুসারেণান্নবান্), কামরূপী (কামনানুসারেণ রূপাণি গৃহ্নন্) ইমান্ (ভূ প্রভৃতীন্) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম (সর্ব্বতঃ সমং ব্রহ্ম) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, (অহো ! অহো ! অহো ! ইতি পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সম্বোধয়ন্) আস্তে (তিষ্ঠতি)। (বিস্ময়াধিক্য জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েহপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া) ॥৫॥৫৪॥

মূলানুবাদ। [এখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন; পরে এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, শেষে

বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপ-সংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্ত্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ৫॥৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যস্যা ঋচোঽর্থো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ" তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্যা। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি তস্য ফলবচনস্য অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে? ইত্যেতদ্বক্তব্যমিতীদমিদানীমারভ্যতে। ১

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াং পূর্ব্ববিদ্যাশেষভূতায়াং তপো ব্রহ্মবিদ্যাসাধনমুক্তম্; প্রাণাদেরাকাশান্তস্য চ কার্য্যস্যান্নান্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাসনানি চ। যে চ সর্ব্বে কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদবিষয়াঃ, এতে দর্শিতাঃ। একত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বানুপপত্তিঃ, ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ। তত্র কথং যুগপদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্নুতে ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। ২

কথং সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্থ্যৈকত্ববিজ্ঞানেনাপোহ্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ অন্নময়াদীন্ আত্মনোঽবিদ্যাকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়াত্মান্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃশ্যাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমমৃতমভয়মদ্বৈতং ফলভূতমাপন্ন ইমাঁল্লোকান্ ভূরাদীননুসঞ্চরন্নিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ৩।

কথমনুসঞ্চরন্? কামান্নী কামতোঽন্নমস্যেতি কামান্নী; তথা কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী; অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বাত্মনা ইমাঁল্লোকানাত্মত্বেনানুভবন্,—কিম্? এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। সমত্বাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্নাস্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহো ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽত্যন্ত বিস্ময়খ্যাপনার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এবংবিধ বিদ্বান্ পুরুষ] অন্নময়াদি পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম (সমতাব্যঞ্জক শব্দ) গান করত অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই

আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কিপ্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখন এই বাক্য আরব্ধ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রঘটিত উপাখ্যানে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে আর আকাশাদি বিভিন্ন অন্য বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা নিয়মিতভাবে অনেক প্রকার সাধনসাপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তদ্ভিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য ব্যবহার সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মভূত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব্ব-কামভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন— সর্ব্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়]। ২

ভাল, তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিত্যমণ্ডলে আত্মার একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব বিজ্ঞানের ফলে তদুভয়গত উৎকর্ষাপকর্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্মত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অবশেষে সর্ব্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ এবং স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং জন্মজরামরণভয়রহিত ও সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রভৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। 'বিচরণ' শব্দটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামান্নী ইচ্ছানুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনুসঞ্চরণ করত

অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সমস্ত জগৎ অবলোকন করত—কি [করেন]? এই সামগান পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সাম, অর্থ ব্রহ্ম; কেন না, তিনিই সর্ব্বত্র সম (সমান)। লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্ব্বসম আত্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন)। 'হা বু,' শব্দটী বিস্ময়প্রকাশক 'অহো' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের আধিক্য সূচনার নিমিত্ত প্লুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত —'হা ৩ বু' হইয়াছে ॥৫॥ ৩॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহ ঁ শ্লোককৃদহ ঁ শ্লোককৃদহ ঁ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি, স ইদেবমা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাঃ দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

[ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত্রয়োদশান্নং প্রাণে মনো বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশান্নং ন নিন্দ্যান্ ন পরিচক্ষীতান্নং বহু কুর্ব্বীতৈকাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টি-র্দশ ॥০॥ (অয়মংশঃ ক্বচিদধিকঃ পঠিতঃ।)

সরলার্থঃ। [অথ তস্ত বিস্ময়প্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যাদিভিঃ]। অহং (তাদৃশবিদ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম—অন্নম্। বিস্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি]। অহম্ অন্নাদঃ ৩—অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩। তথা, অহং শ্লোককৃৎ। অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ; (শ্লোকঃ অন্নান্নাদয়োঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদেহঃ, তস্য কর্ত্তা)। অহং প্রথমজা (প্রথমজঃ —সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ), ঋ ৩ ত স্য (ঋতস্য প্লুতত্বাৎ দীর্ঘঃ, ঋতস্য সত্যস্যেত্যর্থঃ, [মূর্ত্তামূর্ত্তরূপস্য জগতঃ] দেবেভ্যঃ [চ] পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য) নাভিঃ (মধ্যং মুক্ত্যধিষ্ঠানম্) অস্মি (ভবামি)। [ইদানীং দানফলমুচ্যতে—] যঃ (জনঃ) মাং (অন্ন-

রূপিণং) দদাতি (অন্নার্থিভ্যঃ প্রযচ্ছতি), সঃ [দাতা] ইৎ (ইত্থং) এব (নিশ্চয়ে) মা ? (মাং) অবাঃ (অবতি যথাভূতং রক্ষতীত্যর্থঃ)। যঃ [পুনঃ] অন্নং মাং অদত্ত্বা অত্তি (ভক্ষয়তি), অন্নম্ অদন্তং (ভক্ষয়ন্তং) তং (জনং) অহং অদ্মি (ভক্ষয়ামি)। তথা সুবঃ (আদিত্যঃ) 'ন' (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃ-স্বরূপঃ) অহং বিশ্বং (সমস্তং) ভুবনং (জগৎ—জগদাত্মনা) অভ্যভবাম্ (অভি - সম্যক্, ভবামি)। ইতি (ইত্থং বল্লীদ্বয়বিহিতা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা উক্তা); যঃ এবং (যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং) বেদ (সম্যক্ জানাতি), (তস্য মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ) ॥৬॥১৫॥

এষা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদীর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ॥

মূলানুবাদ - [অতঃপর সেই বিদ্বানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—[তিনি অনুভব করেন যে,] আমিই পূর্ব্বকথিত অন্ন, (বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্ব্বোক্ত অন্নাদ; আমিই শ্লোককৃৎ অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্ত্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থীগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বাত্মভাব পোষণ করেন, আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা। যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাহার মুক্তিফল লাভ হয়। ৬।৫৫ ॥

ইতি তৈত্তিরিয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকব্যাখ্যা ॥১০॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনরসৌ বিস্ময় ইতি, উচ্যতে—অদ্বৈত আত্মা নিরঞ্জনোঽপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ। কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃৎ। শ্লোকো

নাম আন্নান্নদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ, তস্য কর্ত্তা চেতনাবান্। অন্নস্যৈব বা পরার্থস্যান্নাদার্থস্য সতোঽনেকাত্মকস্য পারার্থ্যেন হেতুনা সঙ্ঘাতকৃৎ। ত্রিরুক্তির্বিস্ময়খ্যাপনার্থা।।

অহমস্মি ভবামি। প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ। ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্ব্বম্, অমৃতস্য নাভিঃ অমৃতস্য নাভিঃ মধ্যং মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নার্থিভ্যো দদাতি-প্রযচ্ছতি—অন্নাত্মনা ব্রবীতি, স ইৎ ইত্থমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাভূতং মাং আবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যঃ পুনরন্যো মামদত্ত্বা অর্থিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেঽন্নমত্তি, তমন্নমদন্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুরুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যদ্মি ভক্ষয়ামি। ২

অত্রাহ—এবং তর্হি বিভেমি সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তের্মোক্ষাৎ; অস্তু সংসার এব, যতো মুক্তোঽপ্যহমন্নভূতঃ অদ্যঃ স্যামন্যস্যৈব। এবং মা ভৈষীঃ, সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বকামাশনস্য। অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণম্ বিদ্যাকৃতং বিদ্বান্ ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিদ্বান্; তস্য নৈব দ্বিতীয়ং বস্তুন্তরমস্তি, যতো বিভেতি; অতো ন ভেতব্যং মোক্ষাৎ। এবং তর্হি কিমিদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি? উচ্যতে—যোঽয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণঃ সংব্যবহারঃ কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন পরমার্থবস্তু। স এবম্ভূতোঽপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাসন্নিতি কৃত্বা ব্রহ্মবিদ্যাকার্য্যস্য সর্ব্বাত্মভাবস্য স্তুত্যর্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ' ইত্যাদি অতো ভয়াদিদোষগন্ধোঽপ্যবিদ্যানিমিত্তঃ, অবিদ্যোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্য নাস্তীতি। ৩

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সম্ভজনীয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ, ভবন্তীতি বা অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিভবামি পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ। সুবর্ণ জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিত্যঃ, নকার উপমার্থে, আদিত্য ইব সকৃদ্বিভাতমস্মদীয়ং জ্যোতীঃ জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি বল্লীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞানম্। তামেতাং যথোক্তামুপনিষদং শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা ভৃগুবৎ তপো মহদাস্থায় য এবং বেদ তস্যেদং ফলং যথোক্তমোক্ষ ইতি॥ ৬॥ ৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকভাষ্যম্॥ ১০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ। এই বিষয় আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

অদ্বৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ—অন্ন ও অন্নাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্ত্তা—চেতনাসম্পন্ন। অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ—অন্নভক্ষকের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক—অনেক অংশযুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থত্ব নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রংস্থিতা। মূল শ্রুতিতে যে, এই কথায় তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিস্ময়াধিক্য প্রকাশন। ১

'অহম্ অস্মি' 'অহং' অর্থ—আমি, 'অস্মি' অর্থ হই।—প্রথমজা (প্রথমজ) প্রথমোৎপন্ন, ও 'ঋত' শব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত (স্থূলসূক্ষ্ম) জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে,অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নপ্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাত্মভাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্নের জন্য প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য যে লোক অর্থীগণের উদ্দেশে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২

মুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অন্যের ভক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে। উক্ত বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারাধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে ভয় হইবে; অতএব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই। ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্নাদ' ইত্যাদি বলা হয় কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, ভক্ষ্য ভক্ষকাদি কার্য্য ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য বস্তু নহে। সেই ব্যবহার অপারমার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক; ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বলা হইতেছে—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' এবং 'অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ,

অহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিদ্যা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় অবিদ্যামূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩

আমিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভুবন—ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের ভজনীয় (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। আদিত্যের ন্যায় আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশও সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান। 'সুবঃ ন' (সুবর্ন) এই 'ন' অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া (১) এবং ভৃগুমুনির ন্যায় পরম তপস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যথোক্তপ্রকার মোক্ষলাভ ইতি ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥০॥

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ *

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ॥
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্।
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ ॥
আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

॥ * ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥ * ॥

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

———

(১) তাৎপর্য্য—শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ সন্ন্যাসী, অথবা, বিধি অনুসারে কর্মত্যাগী, তিতিক্ষু অর্থ—শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিযুক্ত।

* উপনিষদের প্রারম্ভে এই দুইটী শান্তিমন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।